প্রকাশনার ৮০ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩৭ ◆ ১১ - ১৭ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

অক্টোবর মাস : জপমালা রাণীর মাস

ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা

ঢাকা আর্চডাইয়োসিসের অবসর গ্রহণকারী আর্চবিশপ
কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি

স্বাগতম-অভিনন্দন

ঢাকা আর্চডাইয়োসিসের নব-নিযুক্ত
আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই

সু-খবর! সু-খবর! সু-খবর!

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা এর

ফ্ল্যাট বুকিং চলছে

সমিতির সদস্যদের আবাসনের কথা চিন্তা করে
ঢাকার প্রাণকেন্দ্র তেজগাঁও-এর পূর্ব তেজতুরীবাজারে
আবাসন-৮ প্রকল্পটির কাজ শুরু হচ্ছে

বারি স্টুডিওর গলিতে এবং নর্দান ইউনিভার্সিটির পেছনে অবস্থিত
১০০/১, পূর্ব তেজতুরীবাজার, তেজগাঁও-এ ২০ ফুট প্রশস্ত রাস্তা সহ
১১৮০-১২৭৫ বর্গফুটের ডাবল ইউনিট

মূল্য প্রতি বর্গফুট কম-বেশি ৭,৫০০/- টাকা

এ সুযোগ সীমিত সময়ের জন্য

আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে বরাদ্দ দেওয়া হবে।

বিস্তারিত জানতে কল করুন
০১৭০৯৮১৫৪১৫
০১৭১৫২৬৭৮৩৩

সরাসরি যোগাযোগের জন্য
রিয়েল এস্টেট বিভাগ
রেভা: ফা: চার্লস জে. ইয়াং ভবন, ৫ম তলা
১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরীবাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

খ্রীষ্টান ডাক্তারদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিতব্য কর্মশালা সংক্রান্ত

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা "দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা (ঢাকা ক্রেডিট)" এর সম্মানিত সকল সদস্য, কর্মকর্তা, কর্মী ও সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে যে, **আগামী ১৬ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার, সকাল ১০ ঘটিকায়** সমিতির ডানিয়েল কোড়াইয়া সভাকক্ষে সদ্য এমবিবিএস উত্তীর্ণ খ্রিস্টান ডাক্তারদের উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন বিষয়ক এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করার জন্য আগ্রহী ডাক্তারদের আগামী ১৪ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, বুধবার এর মধ্যে মোবাইল নম্বর ০১৭০৯৮১৫৪০৫-এ ফোন করে অথবা সমিতির ওয়েবসাইটের http://www.cccul.com/doctorsregistration/ লিংক-এ ভিজিট করে প্রদত্ত ফরম পূরণ পূর্বক নাম নিবন্ধন করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিস্তারিত জানার জন্য মোবাইল নম্বর ০১৭০৯৮১৫৪০৫।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

পংকজ গিলবার্ট কস্তা
প্রেসিডেন্ট
ডিসিসিসিইউলিঃ, ঢাকা।

ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া
সেক্রেটারি
ডিসিসিসিইউলিঃ, ঢাকা।

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা
রেভাঃ ফাঃ চার্লস জে. ইয়াং ভবন, ১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরীবাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
ফোন: ৯১২৩৭৬৪, ৯১৩৯৯০১-২, ৫৮১৫২৬৪০, ৫৮১৫৩৩১৬, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯১৪৩০৭৯
ই-মেইল : cccu.ltd@gmail.com, ওয়েব সাইট : www.cccul.com
অনলাইন নিউজ : www.dcnewsbd.com অনলাইন টিভি: dctvbd.com

বিজ্ঞ/১৬৮/২০

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮০, সংখ্যা : ৩৭

১১ অক্টোবর - ১৭ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

২৬ আশ্বিন - ২ কার্তিক, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া

মারলিন ক্লারা বাড়ৈ

থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা

জ্যাষ্টিন গোমেজ

জাসিন্তা আরেং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস

লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা

নিশুতি রোজারিও

অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ

লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০

ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ

লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ

ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com

Visit : www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

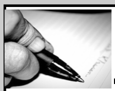

সম্পাদকীয়

জপমালা প্রার্থনার শক্তিতে এগিয়ে যাবো জীবন পথে

অক্টোবর মাস জপমালার মাস। প্রতিটি খ্রিস্টীয় পরিবারে জপমালা প্রার্থনার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া দরকার। কেননা খ্রিস্টীয় আধ্যাত্মিকতায় উৎকর্ষ সাধন ও পারিবারিক জীবনে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের একটি ফলপ্রসু মাধ্যম হলো জপমালা প্রার্থনা। এ প্রার্থনার মধ্যদিয়ে পরিবারে ও সমাজ জীবনে সামাজিকতা, ভ্রাতৃত্ব, মিলন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সন্ধ্যায় পরিবারে মালা প্রার্থনার মধ্যদিয়ে পরিবারের অশান্তি দূর করে ক্ষমা, মিলন ও আনন্দ লাভ করা যায়। এতে পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় ও মজবুত হয়। তাই বলা হয়ে থাকে, যে পরিবারে প্রতিদিন একসাথে মালা প্রার্থনা করে, সে পরিবার এক সঙ্গে থাকে। ব্যক্তিগত জীবনেও মালা প্রার্থনার শক্তি অত্যন্ত কার্যকর। জীবনের হতাশা, নিরাশা, শোক-সঙ্কটে, সুখে-আনন্দে মালা প্রার্থনা শক্তি, সান্ত্বনা ও অনুপ্রেরণা দান করে।

মা মারীয়া বিভিন্ন স্থানে দর্শন দিয়ে জগতের মানুষের জীবন পরিবর্তন ও শান্তির জন্য মালা প্রার্থনার আহ্বান জানিয়েছেন। মালা প্রার্থনার শক্তির কাছে বৈশ্বিক সকল শক্তি পরাভূত হয়। জগতজননী মা মারীয়া আমাদের সমস্ত প্রার্থনা তার পুত্র যিশুর কাছে তুলে ধরেন। মাতামণ্ডলীও প্রতিদিন পরিবারে মালা প্রার্থনা করার আহ্বান জানিয়েছেন। বর্তমানে পরিবারে একসাথে প্রার্থনা করার অভ্যাস অনেক কমে গেছে। যিশু নিজেই সম্মিলিত প্রার্থনার গুরুত্ব ও সার্থকতা সম্বন্ধে বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে দুজন যদি এই পৃথিবীতে কোন কিছুর জন্যে এক মন হয়ে প্রার্থনা জানায়, তাহলে স্বর্গে বিরাজমান পিতা তাদের প্রার্থনা নিশ্চয়ই পূর্ণ করবেন, কেননা দুই-তিনজন লোক, আমার নাম নিয়ে যখন যেখানে মিলিত হয়, আমি সেখানেই আছি, তাদের মাঝখানেই আছি'। *(মথি১৮:১৯)*

অক্টোবর মাসে মাতামণ্ডলী আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, কুমারী মারীয়ার প্রতি বিশেষ ভক্তি ভালবাসা নিবেদনার্থে মালা প্রার্থনা করতে। প্রতিটি খ্রিস্টবিশ্বাসীর জীবনে মালা প্রার্থনা হতে পারে আধ্যাত্মিক হাতিয়ার। সংসার জীবনে, যাত্রাপথে, বিপথে, সমস্যায় আমরা মায়ের আশ্রয় খুঁজি। সংসারে মা যেমন সন্তানদের আগলে রাখেন, তেমনি মা মারীয়াও সর্বদাই আমাদের সাহায্য করেন। যদি আমরা তাকে ডাকি, তার কাছে সাহায্য নিবেদন করি। পৃথিবীতে অনেক প্রমাণ রয়েছে মালা প্রার্থনার শক্তি নিয়ে। বিশেষভাবে, বড় ধরনের দুর্যোগে মানুষ যখন সম্মিলিতভাবে মা মারীয়ার সাহায্য প্রার্থনা করেন। তখন তার মাধ্যমে ঈশ্বর বিপদ হতে রক্ষা করে থাকেন। আমরা যখন প্রার্থনা করি, তা যেন দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে করি। শুধু একা-একা নয়, পরিবারের সকলে মিলে প্রার্থনা করার সর্বোত্তম চেষ্টা করি। প্রতিটি কাথলিক খ্রিস্টবিশ্বাসীর ঘরেই এক সময় মালা প্রার্থনা হতো, এখন ব্যস্ততার অজুহাতে, একসাথে বসে প্রার্থনা করতে অনীহা দেখা যায়। অথচ অতীতে, প্রার্থনার পর ছোটরা বড়দের প্রণাম করে আশীর্বাদ নিত। কত ভালবাসায় আর মমতায় সিক্ত ছিল সেই সব পরিবারগুলো।

মা মারিয়ার কাছে প্রার্থনা করে কেউ ব্যর্থ হয়নি। তিনি কখনো শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেন না যদি ভক্তিভরে চাওয়া হয়। এই সহজ-সরল প্রার্থনার মধদিয়ে খ্রিস্টের সমগ্র জীবন ধ্যান করি। ঈশ্বরপুত্রকে জন্ম দিয়ে মারীয়া হয়েছেন মানবতার মাতা। তিনি তাঁর স্নেহের আশ্রয়ে সন্তানদের রক্ষা করেন, ভালবাসা দেন ও প্রয়োজন মেটান। স্নেহের বাঁধনে বুকে আগলে রাখেন। সন্তানেরাও প্রতিদানে মাকে যথাযথভাবে ডাকবে তাতো কতই সমীচীন। নিয়মিত জপমালা প্রার্থনার মধ্যদিয়েই একটি পরিবার হয়ে ওঠে শান্তিময় খ্রিস্টীয় পরিবার। প্রতিটি পরিবারে নিয়মিত মালা প্রার্থনা করা হলে পরিবারগুলো মা মারীয়ার আশীর্বাদে নিরাপদে ও শান্তিময় নীড় হয়ে ওঠবে। জপমালা জপে যিশু ও মা মারীয়ার সাথে একাত্ম হবো। তাই আসুন, প্রতিদিন জপমালা প্রার্থনা করি এবং মা মারীয়া আর যিশুর সাথে থাকি। ✝

"যিশু তাদের বললেন, তবে সীজারের যা, তা সীজারকে দাও, আর ঈশ্বরের যা, তা ঈশ্বররকে দাও।" - *মথি ২২: ২১*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

মটস্ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি

তিন (৩) বছর মেয়াদী কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্স (এলটিএমসি)

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি-আবাসিক

আগামী ০১ জানুয়ারি ২০২১ হতে মটস্-এ তিন (৩) বছর মেয়াদী (ব্যাচ-৪৫) কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু হবে। নিম্ন বর্ণনা অনুযায়ী যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হতে আগামী ২২ অক্টোবর, ২০২০ তারিখের মধ্যে ৭ নং অনুচ্ছেদে লিখিত ঠিকানায় দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে।

১। প্রার্থীদের যোগ্যতা ঃ
- (ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাশ (খ) বয়স সীমা: ১ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখে ১৫ থেকে ২০ বছর
- (গ) বৈবাহিক অবস্থা: অবিবাহিত (ঘ) আর্থিক অবস্থা: অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র পরিবারের গ্রামীণ মেধাবী যুবক
- (ঙ) অগ্রাধিকার: আদিবাসী, মেয়ে ও কারিতাসের ভূমিহীন সহযোগী দলের পরিবারের সদস্য/পোষ্য

২। প্রশিক্ষণ বিষয় ঃ
- (ক) অটোমোবাইল: অটোমোবাইল এবং কৃষিকাজে ব্যবহৃত ইঞ্জিন এবং যন্ত্রপাতি সংযোজন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, ওয়েল্ডিং ও শীট মেটাল, ইলেকট্রিক্যাল, ইত্যাদি কাজের প্রশিক্ষণ
- (খ) মেশিনিস্ট: লেদ, মিলিং, ড্রিলিং, গ্রাইন্ডিং ও অন্যান্য মেশিনে যন্ত্রাংশ তৈরি, মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ, ওয়েল্ডিং ও শীট মেটাল, ইলেকট্রিক্যাল, ইত্যাদি কাজের প্রশিক্ষণ

৩। প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ঃ
- (ক) ১ম ও ২য় বর্ষ: কারিতাস সুইজারল্যান্ডের সহায়তায় প্রস্তুতকৃত গাইড লাইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ট্রেডে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ।
- (খ) ৩য় বর্ষ: মটস্ এর উৎপাদন কার্যক্রমের মাধ্যমে বাস্তব ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও তাত্ত্বিক লেখাপড়ার পুনরালোচনা।

৪। বাছাই পদ্ধতি:
- (ক) উপরোক্ত যোগ্যতা সাপেক্ষে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাভিত্তিক বাছাই করা হবে (খ) আসন সংখ্যা: ৩০ জন

৫। প্রশিক্ষণ শর্তাবলী:
- (ক) প্রশিক্ষণার্থীকে প্রতিষ্ঠানের ছাত্রাবাসে থাকতে হবে।
- (খ) প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-শৃংখলা ভঙ্গ করলে প্রশিক্ষণ কোর্স হতে বহিঃষ্কার করা হবে।
- (গ) নিয়ম-শৃংখলা পরিপন্থী অথবা যে কোন কারণে প্রশিক্ষণ ত্যাগ করলে প্রতিষ্ঠানের হিসাব সাপেক্ষে সমস্ত খরচ প্রতিষ্ঠানকে ফেরত দিতে হবে।
- (ঘ) ভর্তিকালীন নগদ ৯,০০০/- (নয় হাজার) টাকা জমা দিতে হবে। ভর্তি ফি ও মেডিকেল চেকআপ বাবদ ৮,০০০/- টাকা এবং প্রথম মাসের কিস্তি ফেরত বাবদ ১,০০০/- টাকা।
- (ঙ) প্রতিমাসের দশ তারিখের মধ্যে ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা শিক্ষা ঋণের আংশিক কিস্তি প্রদান করতে হবে।
- (চ) নির্বাচিত এসএসসি পাশ প্রার্থীদের ভর্তির সময় মূল মার্কশীট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রশিক্ষণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত জমা রাখতে হবে।
- (ছ) তিন বছর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার পর মটস্ কর্তৃক প্রশিক্ষণকালীন মোট খরচের ৩০% ভাগ টাকা ঋণ হিসেবে পাঁচ বছরের মধ্যে কিস্তিতে ফেরত দিতে হবে।
- (জ) ভালোভাবে কোর্স সম্পন্নকারীদের মটস্ এর সনদপত্র দেয়া হবে এবং চাকুরীর ব্যাপারে সহায়তা করা হবে।

৬। দরখাস্ত করার নিয়ম:
- (ক) সাদা কাগজে জীবন বৃত্তান্তসহ নিজ হাতে লিখিত দরখাস্ত দিতে হবে।
- (খ) দুই কপি সদ্য তোলা রঙিন পাসপোর্ট সাইজের ছবি দিতে হবে।
- (গ) এসএসসি পাশ প্রার্থীদের সংশ্লিষ্ট স্কুল প্রধান কর্তৃক সত্যায়িত এসএসসি মার্কশীট এবং প্রশংসাপত্রের কপি দিতে হবে।
- (ঘ) জন্ম নিবন্ধন/ জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি দিতে হবে।

৭। কোন এলাকার কারিতাসের কোন আঞ্চলিক অফিসে আবেদনকারী দরখাস্ত জমা দিবে তার ঠিকানা ঃ

এলাকার নাম	কারিতাস আঞ্চলিক অফিসের ঠিকানা	এলাকার নাম	কারিতাস আঞ্চলিক অফিসের ঠিকানা
বৃহত্তর ঢাকা ও কুমিল্লা	আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস ঢাকা অঞ্চল ১/সি ১/জি, পল্লবী, মিরপুর - ১২, ঢাকা-১২১৬	বৃহত্তর বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা, মাদারীপুর, শরিয়তপুর ও গোপালগঞ্জ	আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস বরিশাল অঞ্চল সাগরদী, বরিশাল - ৮২০০
বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল	আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চল ১৫, ক্যাথলিক পল্লী মিশন রোড, ভাটিকেশর, ময়মনসিংহ-২২০০	বৃহত্তর রাজশাহী, পাবনা ও বগুড়া	আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল মহিষবাথান, পো: বক্স-১৯, রাজশাহী - ৬০০০
বৃহত্তর চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী	আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস চট্টগ্রাম অঞ্চল ১/ই বায়েজিদ বোস্তামী রোড, (মিমি সুপার মার্কেটের পিছনে) পূর্ব নাসিরাবাদ পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম	বৃহত্তর দিনাজপুর ও রংপুর	পশ্চিম শিবরামপুর, পো: বক্স নং-০৮ দিনাজপুর - ৫২০০
বৃহত্তর খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, রাজবাড়ী ও ফরিদপুর	আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস খুলনা অঞ্চল রূপসা স্ট্র্যান্ড রোড, খুলনা - ৯১০০	বৃহত্তর সিলেট	আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস সিলেট অঞ্চল সুরমাগেট, খাদিমনগর, সিলেট - ৩১০৩

বি: দ্র: সীমিত সংখ্যক আসনে তিন (৩) বছর মেয়াদী এলটিএমসি কোর্সে মাসিক ৩৫০০ টাকা কোর্স ফি প্রদান সাপেক্ষে অনাবাসিক ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। যোগাযোগ:

আবেদন করার ঠিকানা:

পরিচালক
মটস্ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি
১/সি-১/এ, পল্লবী, মিরপুর - ১২, ঢাকা-১২১৬

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:

প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা
মোবাইল : ০১৭১৬৫৯৪৮০৭, ০১৭২১২৭৫৭১৭
E-mail: mawts@caritasmc.org, Website: www.mawts.org

মটস্ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি কারিগরি প্রশিক্ষণের একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

সপ্তাহের

শাস্ত্রপাঠ

"জাতি-বিজাতির মাঝে বর্ণনা কর তাঁর গৌরব
সর্বজাতির মাঝে তাঁর সমস্ত আশ্চর্য কাজ।"

-সাম ৯৬:৩

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১১ অক্টোবর - ১৭ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

১১ অক্টোবর রবিবার

ইসাইয়া ২৫: ৬-১০ক, সাম ২৩: ১-৬, ফিলিপ্পীয় ৪: ১২-১৪, ১৯-২০, মথি ২২: ১-১৪ (অথবা ১-১০)

১২ অক্টোবর সোমবার

গালাতীয় ৪: ২২-২৪, ২৬-২৭, ৩১-৫:১, সাম ১১৩: ১-৭, লুক ১১: ২৯-৩২

১৩ অক্টোবর মঙ্গলবার

গালাতীয় ৫: ১-৬, সাম ১১৯: ৪১, ৪৩-৪৫, ৪৭-৪৮, লুক ১১: ৩৭-৪১

১৪ অক্টোবর বুধবার

সাধু প্রথম কালিসতুস, পোপ ও সাক্ষ্যমর, স্মরণ দিবস

গালাতীয় ৫: ১৮-২৫, সাম ১: ১-৪, ৬, লুক ১১: ৪২-৪৬

১৫ অক্টোবর বৃস্পতিবার

অভিলার যিশু-ভক্তা সাধ্বী তেরেজা, কুমারী ও আচার্য, স্মরণ দিবস

এফেসীয় ১: ১-১০, সাম ৯৮: ১-৬, লুক ১১: ৪৭-৫৪

১৬ অক্টোবর শুক্রবার

সাধ্বী হেডুইগ, সন্ন্যাসব্রতী, সাধ্বী মার্গারেট মেরী আলাকক্, কুমারী স্মরণ দিবস

এফেসীয় ১: ১১-১৪, সাম ৩৩: ১-২, ৪-৫, ১২-১৩, লুক ১২: ১-৭

১৭ অক্টোবর শনিবার

আন্তিয়োখের সাধু ইগ্নাসিয়ুস, বিশপ ও সাক্ষ্যমর, স্মরণ দিবস

এফেসীয় ১: ১৫-২৩, সাম ৮: ১-৬, লুক ১২: ৮-১২

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১১ অক্টোবর রবিবার

+ ১৯৭৩ সিস্টার এম জর্জ, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৬ সিস্টার এম সেলিন এমসি
+ ১৯৯৬ মাদার লুইস, এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)

১২ অক্টোবর সোমবার

+ ১৯৯৮ ফাদার আলবিনো মিক্লাভোচিস এসএক্স (খুলনা)

১৩ অক্টোবর মঙ্গলবার

+ ২০১৪ সিস্টার ফ্রান্সিস্কা রোজারিও এসসি (ঢাকা)
+ ২০১৭ ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা সিএসসি (ঢাকা)

১৪ অক্টোবর বুধবার

+ ১৯৭৪ মন্সিনিয়র ইসিদোর দা' কস্তা (ঢাকা)
+ ১৯৭৪ ফাদার ভ্যালেরিয়ানো কব্বে এসএক্স (খুলনা)

১৫ অক্টোবর বৃস্পতিবার

+ ১৯৪৫ সিস্টার জেভিয়ার এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)

১৬ অক্টোবর শুক্রবার

+ ১৯৬২ সিস্টার এম ইউজিন আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৯ মাদার আলফন্স লাতোর এলএইসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৮ ব্রাদার রনাল্ড এফ. ড্রাহোজাল সিএসসি (ঢাকা)

১৭ অক্টোবর শনিবার

+ ১৯৯১ সিস্টার এম ফ্রান্সিস এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১০ ফাদার ব্রুনো আলদো গ্রিয়ারনিয়েরো, এসএক্স (খুলনা)

ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা

মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি তার বিশপীয় জীবনের ৩০ বছর অতিক্রান্ত করে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টবর্ষ ঢাকা আর্চডাইয়োসিসের আর্চবিশপের কর্মদায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। এ সুদীর্ঘ জীবনে তিনি রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও ঢাকা আর্চডাইয়োসিসে পালকীয় সেবাদায়িত্ব অত্যন্ত বিশ্বস্ততা ও বিচক্ষণতার সাথে পালন করেছেন। কার্ডিনালের জীবনের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। মহামান্য কার্ডিনালকেও তার নিস্বার্থ সেবার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই॥

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

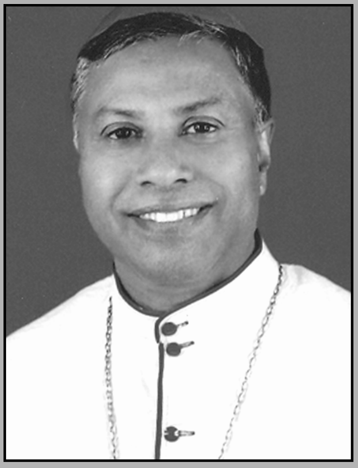

পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় ৩০ সেপ্টেম্বর বিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই কে ঢাকা আর্চডাইয়োসিসের আর্চবিশপ হিসেবে মনোনিত করেছেন। তাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন॥

বিশ্বজগতে মায়ের আশীর্বাদ

সিস্টার মেরী সান্তনী এসএমআরএ

মা আমাদের অতিপ্রিয় একটি শব্দ। মানুষ হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই মায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মা কথাটি ছোট

কিন্তু এর চেয়ে মধুর নাম অন্য কোথাও নাই। তাই মা ডাকটি প্রতিটি মানুষের কাছে খুব মধুর লাগে। মায়ের সাথে রয়েছে আমাদের নাড়ীর সম্পর্ক। এজন্য মাকে আমরা সবচেয়ে বেশি ভালবাসি, শুধু ভালবাসি না তার কাছে সারা জীবন থাকতে চাই। মায়ের ভালবাসার আঁচলে নিজেকে যুগ-যুগ ধরে বেঁধে রাখতে চাই। পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে কত মানুষইতো হৃদয়ে স্থান করে নেয়, জীবন চলার পথের সাথী হয়ে ওঠে অনেকে, অনেক মুহূর্ত থাকে যা বলা যায় না, কিছু স্মৃতি, কিছু ঘটনা হৃদয়ের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে উজ্জ্বল হয়ে থাকে; তারপরেও জীবনের এক পর্যায়ে এসে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে গেলেই মন থেকে সব কিছু ধীরে-ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের জন্মদাত্রী মাকে আমরা জীবনের শুরু থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রেখে দিতে চাই নিজের হৃদয়ের মণিকোঠায়। কারণ মায়ের মধ্যেই সন্তান খুঁজে পায় নিরাপদ আশ্রয়। আর এজন্যইতো, ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা, হীরা-মানিকের উর্ধ্বে হল মায়ের ভালবাসা। মাতৃস্নেহের কাছে ধনী-দরিদ্রের বিচার নেই। মা সন্তানকে ভালবাসেন হৃদয় উজাড় করে। সন্তানের কাছে মা সবার থেকে ভাল। জগতের অনেক কিছুই অবিশ্বাস বলে মনে হয় কিন্তু মা বিশ্বাসের উর্ধ্বে। জীবনের এক পর্যায়ে সবাই চলে গেলেও মা কোনদিনও তার সন্তানকে ছেড়ে চলে যান না। সারা জীবন কাছে থাকেন, পাশে থাকেন এবং রক্ষা করেন।

হাজারো ফুলের মাঝে গোলাপ যেমন সুন্দর, শত প্রিয়জনের মাঝে একজনই যেমন ভালবাসার যোগ্য, অনেক রাত্রির অবসানের পর একটি পূর্ণিমার রাত, অজস্র নদ-নদীর পরে একটি বিশাল সমুদ্র কিংবা বুকফাটা তৃষ্ণার মাঝে একটা স্বচ্ছ জলের সন্ধান, অরণ্যের গভীরে সুশীতল ঠান্ডা হাওয়া, নীরবতার মাঝে একটা গভীর অনুভূতি। এসব কিছুই মানুষের জীবনে একটা আনন্দ সৃষ্টি করে, জীবনকে করে তোলে মধুময়। তেমনি এই ভব সংসারে সকলের উর্ধ্বে মায়ের আশীর্বাদও প্রতিটি সন্তানের জন্য এক একটি হীরক খণ্ডের ন্যায়। তাইতো নিস্বতার মধ্যেও মা ঐশ্বর্যশালী, বেদনার মুহূর্তে সুখের সঞ্চার, অন্ধকারে উজ্জ্বল নক্ষত্র, নিরাশায় আশার আলো।

মা মারীয়া এমনই এক মা, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিটি ভক্তের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন। তিনি আমাদের জীবনের আলো ও জগতের আলো। তার ভালবাসার পরশ সবার হৃদয়ে আজ প্রবাহমান। "সাধু ডন বস্কো বলেন, মারীয়া যখন সত্য ঈশ্বর ও সত্য মানুষ যিশুর মা হয়েছেন, তখন তিনি আমাদেরও মা হয়েছেন।" তিনি খ্রিস্ট তথা মণ্ডলীর সকলের মা হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন। তাই তিনি সকল মানব জাতির মা। মা মারীয়া যিশুকে যেমন লালন-পালন করেছেন, শিক্ষাদান করেছেন এবং বেড়ে উঠতে সহায়তা করেছেন, তেমনি তিনি আমাদেরকেও ভালবাসেন, যত্ন করেন এবং রক্ষণা-বেক্ষণ করেন। মায়ের আশীর্বাদ আজ বিশ্ব মানবের ঘরে-ঘরে ও মানবের অন্তরে বর্ষিত হচ্ছে। আর তাই আমরা দু'চোখ ভরে দেখেছি, এই বিশ্বের হাজারো বিশ্বাসীভক্তের কণ্ঠে মায়ের নামের সুমধুর ধ্বনি। শুনেছি তাদের চাওয়া-পাওয়া, দেখেছি তাদের ভক্তি-ভালবাসা, উপলব্ধি করেছি তাদের আবেগ আর বিশ্বাস করেছি মা মারীয়ার প্রতি তাদের অপরিসীম নির্ভরশীলতা। মা মারীয়ার মাতৃত্ব সর্বজনীন আর এজন্যই তিনি সবার মা। সাধু লরেন্স জাস্টিয়ান বলেন, "হে বিশ্ববাসী, মারীয়াকে অনুসরণ কর। তোমার হৃদয় গভীরে প্রবেশ কর, যাতে তুমি অন্তরে পরিশুদ্ধ হতে পারো এবং সকল পাপ ধৌত কর।" তিনি চান, আমরা যেন কখনো নিজেদেরকে পাপময়তার জালে আবদ্ধ না রাখি বরং সৎ ও পবিত্র জীবন-যাপন করি।

বিশ্বজগত মায়ের আশীর্বাদে পরিপূর্ণ। বিশেষভাবে, ঈশ্বরপুত্র যিশুকে নিজ গর্ভে ধারণ এবং জন্মদানের মধ্যদিয়ে সকল মা মারীয়ার অপরিসীম ত্যাগের ফলেই আমরা পাপের শিকল থেকে মুক্ত হয়েছি এবং যিশুকে অন্তরে ধারণ ও অনুসরণ করতে পারছি। স্বর্গদূতের কথায় মা মারীয়া ইচ্ছা করলে পারতেন অসম্মতি জানাতে কিন্তু ঈশ্বর ও বিশ্ব মানবের দিকে তাকিয়ে তিনি না বলতে পারেননি। আর এটাইতো বিশ্বজগতের জন্য মায়ের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ ছিল।

তারপর ধীরে-ধীরে, জগতের বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন ঘটনায়, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন মানুষের মাঝে মায়ের আশীর্বাদ আমরা দেখেছি এবং আজও দেখে থাকি। পবিত্র বাইবেলে যোহন ২:১-১২ পদে দেখি, কানা নগরে বিয়ে বাড়িতে দ্রাক্ষারস ফুরিয়ে গেলে মা মারীয়া গৃহকর্তাকে লজ্জার হাত থেকে রক্ষা করেন। মা মারীয়ার আশীর্বাদ ছিল ঐ গৃহকর্তার জন্য। শুধু গৃহকর্তা নয় তার জন্য বিয়ে বাড়ির সকলের জন্য ছিল আশীর্বাদ। তেমনি লুক ১:৩৯-৫৬ পদে, জ্ঞাতি বোন এলিজাবেথকে সেবা দেওয়ার জন্য মা মারীয়া সেখানে তিন মাস ছিলেন। এলিজাবেথের জন্য ছিল এটা আশীর্বাদ স্বরূপ। মা মারীয়া আমাদের সকলের মা হয়ে জীবনের দুঃখ-কষ্ট, আনন্দ-বেদনা, হতাশা-নিরাশা অর্থাৎ প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি ক্ষণে আলোর দিশারী হিসেবে আমাদের পাশে রয়েছেন পরম সহায়িকারূপে। আমাদের প্রতি মায়ের আশীর্বাদের কথা কখনো বলে শেষ করা যাবে না। শুধু নীরবে, এক ধ্যানে হৃদয়ে অনুভব করতে পারবো এবং উপলব্ধি করে বলতে পারবো- মা তুমি কত দয়াময়, কত করুণাময়! আর তাই তোমার আশীর্বাদ সর্বদা বিরাজিত এই ধরণীর মাঝে।

অক্টোবর মাস হল মা মারীয়ার মাস। তাই আসুন, আমরা সকলেই আমাদের জীবনের জন্য মায়ের আশীর্বাদ কামনা করি। মা মারীয়া যেন আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে, প্রতিটি পরিবারে, সমাজে এবং বিশ্ব মাঝে তার আশীর্বাদ বর্ষণ করেন। আমরা প্রত্যেকেই মাকে বলি- মা, তুমি থাক দিবা-নিশি প্রতিটি ভক্তের মাঝে। এভাবে আজীবন ঢেলে দিয়ে যাও তোমার আশীর্বাদের ডালি॥

মায়ের নির্দেশ, কর জপমালা প্রার্থনা

নোয়েল গমেজ

ভূমিকা: ১৫৭১ খ্রিস্টাব্দের ৭ অক্টোবর লেপান্তের যুদ্ধে শক্তিশালী তুর্কি বাহিনীকে পরাজিত করা সম্ভব হয়েছিল জপমালা প্রার্থনার শক্তিতেই। অক্টোবর মাস মারীয়ার মাস। জপমালা রাণীর মাস। জপমালা প্রার্থনা একটি হাতিয়ার। এই সহজ-সরল প্রার্থনা অবলম্বন করেই অনেক বিশ্বাসীভক্ত জীবনযুদ্ধ এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন। যিশুর মায়ের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পূর্ণ প্রকাশ জপমালার প্রার্থনা। প্রতিদিন জপমালা প্রার্থনা পরিবারকে একত্রে রাখে, সুন্দর পবিত্র রাখে। যেখানে একত্রে প্রার্থনা করা হয়, সেখানে প্রভু যিশু ও মা মারীয়া উপস্থিত থাকেন। তাই জপমালা প্রার্থনা হল পারিবারিক প্রার্থনা। নিয়মিত এই মালা প্রার্থনা করলে নিজের মধ্যে থেকে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সন্দেহ, ভুল বুঝাবুঝি, রেষারেষি, ঈর্ষা, কলহ কমবে। একটি নারী অর্থাৎ মাকেই শক্তির উৎস বলে গণ্য করে। সে থেকেই মানুষের মধ্যে জাগ্রত হয়, মাকে পূজা করা। ক্রুশবিদ্ধ যিশু আমাদের পরিত্রাণের জন্য পাপ মোচনের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি সকল কষ্টকে মালার মধ্যে ধারণ করলেন। ৫০টি পুঁতি একত্রে করে সুতার মধ্যে গিট মেরে মালাতে পরিণত করা হতো। তারপরই মালার উদ্ভব ঘটে। মা মারীয়া নিজেই জপমালা প্রার্থনা করতে নির্দেশ দেন। প্রত্যেক মাসের প্রথম শনিবার যিশু ও মা মারীয়ার হৃদয়ের সম্মানে একত্রিত হবার দিন। তাই এই দিনটিতে প্রার্থনার মধ্যদিয়ে সকলে ঈশ্বরের মহাঅনুগ্রহ লাভ করতে পারি। "পবিত্র জপমালার রাণী আমাদের সবার মা।" অর্থাৎ বিশ্ব মানবের মা। মা মারিয়া সান্ত্বনাদায়িনী, করুণাময়ী, আশ্রয়দায়িনী, স্নেহময়ী, ঈশ্বরজননী, পাপহারিণী, শক্তিময়ী, জগতজননী, সন্ধি নিয়মের সিন্দুক, মমতাময়ী, সপ্তশোকের রাণী, শান্তির রাণী, জপমালার রাণী, এমনি কত নামেই আমরা ডাকি। ঈশ্বর মা মারীয়াকে সমস্ত পূর্ণতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তিনি শুধুমাত্র একটি 'হ্যাঁ' উচ্চারণের মাধ্যমে তাঁর আঁচলের প্রান্তভাগ পর্যন্ত আমাদের জন্য প্রসারিত করেছেন এবং ইচ্ছা করেছেন যেন আমরা তার প্রাণ সঞ্চারী ভালবাসায় নিবেদিত হয়ে আমাদের প্রার্থনা উৎসর্গ করতে পারি। আর এ জন্যই পবিত্রা মায়ের কাছে সর্বদা আমাদের পবিত্র জপমালা প্রার্থনার মাধ্যমে আশা-আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরা উচিত। পবিত্র জপমালা রাণী মা মারীয়া এমনই এক মা, যিনি সর্বদা আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করেন। মা মারীয়া ছিলেন পিতার সেই সেবাদাসী, পবিত্র বাইবেলে আমরা

দেখি, মারীয়া তখন বললেন, "আমি প্রভুর দাসী! আপনি যা বলেছেন, আমার তাই হোক।" স্বর্গদূত তখন তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলেন" *(লুক ১:৩৮)*। তিনি বেথলেহেম নগরের জীর্ণ গোয়াল ঘরের "মা মারীয়া।" সেখানে ছিল অফুরন্ত ভালবাসা ও শান্তি। তিনি আমাদের দুঃখ-কষ্টের ভার লাঘব করেন এবং আমাদের আনন্দে আনন্দিত হন, ঠিক যেভাবে তিনি যিশুর ক্রুশীয় যাতনার ভার লাঘব করেছিলেন এবং পুনরুত্থানের আনন্দে আনন্দিত হয়েছিলেন। আর এর পুরস্কারস্বরূপ প্রভু যিশু খ্রিস্ট তাঁর মাকে এতই ভালবাসলেন যে, পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে মিলে মা মারীয়ার মৃত্যুর পর দেহ ও আত্মাসহ স্বর্গে তুলে নিলেন। এবং তাঁকে স্বর্গ ও পৃথিবীর রাণীর গৌরব মুকুটে শোভিত করলেন। মাকে ভালবেসে ও ভক্তি-শ্রদ্ধা করে তাঁকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন যিশুর মহান কাজ। যিশুর এই ভালবাসা ও ভক্তি-শ্রদ্ধার আদর্শই আমাদের অনুপ্রাণিত করে। পবিত্র জপমালা রাণীর নিকট অনুনয় জানাতে। জপমালা প্রার্থনা হল সম্পূর্ণ সুসমাচারের সারমর্ম। পবিত্র জপমালা প্রার্থনায় স্বর্গদূতের মতো আমরাও মা মারীয়াকে আমাদের অন্তর থেকে উৎসারিত ভক্তি নিবেদন করে বিশ্বাস প্রকাশ করি। এবং জগতে থাকাকালীন ও মৃত্যু-পরবর্তী জীবনে তাঁর সহায়তা যাচনা করি। পবিত্র জপমালা প্রার্থনায় 'প্রণাম মারীয়া' প্রার্থনাটি শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে; যখন আমরা বলি 'তোমার গর্ভফল যিশুও ধন্য'। এভাবে পবিত্র জপমালার রাণী মা মারীয়া পবিত্র জপমালা প্রার্থনায়, আমাদেরকে ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের সাথে মিলিত করেন। অনেকদিন আগের কথা, যখন আমরা ছোট ছিলাম। আমরা পাঁচ ভাই-বোন পড়াশুনা করতাম। বাবা বিদেশ থাকতো, মা আমাদের সংসার পরিচালনা করতো। ঠিক সন্ধ্যা ছয়টায় আমাদের ঘরে মালা প্রার্থনা হতো। পড়াশুনার কারণে সময় পরিবর্তন করা হলো। তাই মা সময় ঠিক করলেন, ছয়টার পরিবর্তে রাত দশটায় জপমালা প্রার্থনা করা হবে। সন্ধ্যা থেকে শুরু করে পড়াশুনা শেষ করে ঠিক দশটায় মালা প্রার্থনা করতে হবে। এরপর খাবার পরিবেশন করা হতো। প্রার্থনা না করলে ভাত খেতে দেওয়া হবে না। মায়ের নির্দেশ জপমালা প্রার্থনা করতে হবে। যিশু যেমন মায়ের নির্দেশ পালন করতো, তেমনি আমরাও আমাদের মায়ের নির্দেশ পালনে বাধ্য ছিলাম। এইভাবে, প্রতিদিন আমরা একত্রে জপমালা প্রার্থনার মাধ্যমে মা মারীয়াকে স্মরণ করতাম। ডাক্তার দেখাতে গ্রাম থেকে ঢাকায় আমাদের বাসায় মায়ের পিসি, পিসাতো বোন আসতো। মালা প্রার্থনা না করলে, খাবার দেওয়া হবে না। মাসী ও নানী এই কথা শুনে বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেল। খাবারের টেবিলে আমার মাসি বললো- দিদি, প্রতিদিন মালা প্রার্থনা করা হয়? মা বললেন, হ্যাঁ, প্রতিদিন মালা প্রার্থনা করা হয়। কেন তোমরা ঘরে মালা প্রার্থনা করো না? উত্তরে মাসি বললো, মাঝে-মাঝে মালা প্রার্থনা করা হয়, প্রতিদিন করা হয় না। মা বললেন, প্রতিদিন জপমালা প্রার্থনা করবে, মা মারীয়া তোমাকে ও তোমার পরিবারকে সুস্থ রাখবে। এরপরে মায়ের কথা অনুসরণ করে তারা গ্রামে গিয়ে প্রতিদিন জপমালা প্রার্থনা শুরু করে। মা জীবিত নেই, তবুও আমরা তার আদর্শ এখনও মেনে চলছি। শহার/গ্রাম অঞ্চলে বাড়ির সামনে চলার পথে এখন আর জপমালা প্রার্থনা,শোনা যায় না। এখন শুধু-শোনা যায়, টেলিভিশনের হিন্দি সিরিয়ালের সংলাপ। দুঃখজনক হলেও এ ঘটনা সত্য।

উপসংহার: পরম পবিত্র জপমালার রাণী ধন্যা কুমারী মারীয়ার সম্পূর্ণ জীবনটাই ছিল ঈশ্বরের প্রেমের প্রসাদে পরিপূর্ণ। ঈশ্বরের কৃপায় তিনি সব বাঁধা-বিপত্তি জয় করে নিজেকে প্রভুর দাসী বলে সমস্ত কিছু গ্রহণ করেছিলেন। তাই মা মারীয়ার মতো আমাদেরও উচিত আমাদের জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা কী তা আবিষ্কার করা। যিশু সর্বদাই চেষ্টা করতেন তার মাকে খুশী রাখতে। যিশুর মতো আমাদেরও উচিত মা মারীয়াকে খুশি করা। জননী হিসাবে মা মারীয়া সর্বদা এটাই আমাদের কাছে প্রত্যাশা করেন। তাই আমাদের উচিত সর্বদা পবিত্র জপমালা প্রার্থনা করা॥

ঈশ্বরের জননী মা মারীয়া সর্বদা আমাদের সহায়

এলড্রিক বিশ্বাস

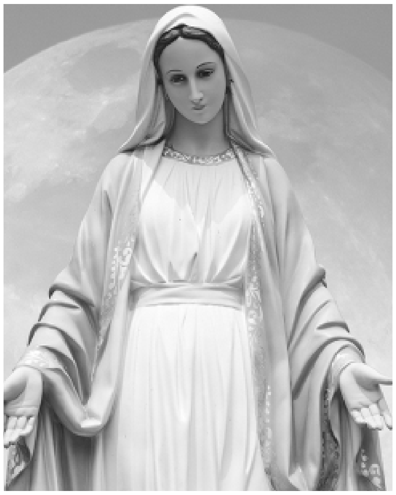

অক্টোবর মাস জপমালা রাণীর মাস হিসেবে কাথলিক মণ্ডলীতে মালা প্রার্থনা করা হয়। এই মাসে গ্রোটোতে, গির্জায়, প্রতিটি গৃহে মালা প্রার্থনা করা হয়। কাথলিক মণ্ডলীতে মা মারীয়ার একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। তিনি আমাদের মুক্তিদাতা প্রভু যিশু খ্রিস্টের মাতা। মা মারীয়া পবিত্রাত্মার প্রভাবে গর্ভস্থ হয়ে প্রভু যিশু খ্রিস্টকে জন্ম দিলেন যা ছিল ঈশ্বরের মহাপরিকল্পনার অংশ। প্রভু যিশু খ্রিস্ট ক্রুশীয় মৃত্যুর মধ্যদিয়ে নিজের মূল্যবান জীবনকে উৎসর্গ করে এ জগতের মানুষকে পাপমুক্ত করলেন।

সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের প্রতি পিতা ঈশ্বরের কি পরিকল্পনা ছিল? তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন একজন মুক্তিদাতা পাঠাবেন, যেন মানুষ আদিপাপ থেকে মুক্তি পায়। আমাদের আদি পিতা-মাতা আদম-হবা এদেন উদ্যানে সদাশয় জ্ঞানদায়ক ফল খেয়ে যে পাপ করেছিলেন, ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছিলেন তা থেকে মুক্তি দিতে ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মুক্তিদাতাকে পাঠাবেন বলে। সেই মুক্তিদাতাকে পিতা ঈশ্বরের পরিকল্পনায় জন্ম দিলেন মা মারীয়া। যিশু খ্রিস্টকে বড় করলেন, যত্ন নিলেন ও ঈশ্বরের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা করলেন। সেই মুক্তিদাতা মা মারীয়া আমাদের সবার মা। তিনি আমাদের সবার প্রিয়জন ও তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে আমরা ফল পাই। তিনি আমাদের প্রার্থনা শুনেন ও গ্রাহ্য করেন। তিনি আমাদের একজন সহায়ক। তাঁর কাছে প্রার্থনা ফলবন্ত হয়।

মা মারীয়া যুগে-যুগে এ পৃথিবীতে অনেকবার দেখা দিয়েছেন, যেন মানুষ প্রার্থনাশীল হয়। মানুষ ধর্মের প্রতি অনুরাগী হয় এবং সৃষ্টিকর্তা পিতা ঈশ্বরকে ভুলে না যায়। তাঁর গৌরব ও প্রশংসা করে। পিতা ঈশ্বরকে ভক্তি-শ্রদ্ধায় সবসময় স্মরণ করে। মা মারীয়া মানুষের মন পরিবর্তনের জন্য, প্রার্থনাশীল হওয়ার জন্য দেখা দেন ও বাণী দেন। তিনি বহুবার দেখা দিয়েছেন।

১. মেক্সিকো গোয়াডালুপের রাণী ডিসেম্বর ৯; ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দ
২. ভারত, কোলকাতা ব্যান্ডেল, পশ্চিমবঙ্গ; ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দ
৩. প্যারিস, ফ্রান্স আশ্চর্য মেডেলের রাণী; ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ
৪. ল্যা স্যালেট, ফ্রান্স অশ্রুময়ী রাণী; ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দ
৫. লুর্দ, ফ্রান্স লুর্দের রাণী; ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ
৬. ফ্রান্স, পোন্ট মেইন উদ্ধারকারিণী রাণী; ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দ
৭. আয়ারল্যান্ড, নকের রাণী; আগস্ট ২১, ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ
৮. ফাতেমা, পর্তুগাল বিজয়িনী মা জপমালার রাণী; ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ
৯. বেলজিয়াম, স্বর্ণ হৃদয়ের রাণী; নভেম্বর ২৯, ১৯৩২- জানুয়ারি ৩, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ
১০. বেলজিয়াম, দরিদ্রদের রাণী; জানুয়ারি ১৫, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ
১১. স্পেন, গ্যারাব্যান্ডেল কার্মিলের রাণী; ১৯৬১, ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ
১২. ইতালি, সান ডামিয়ানো গোলাপের রাণী; ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ
১৩. যুগোশ্লোভিয়া, মেডুপোরিজ শান্তির রাণী, প্রেরিতগণের রাণী আগস্ট ১৫, ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ
১৪. ভারত, ভেলেঙ্কিনী (দক্ষিণ ভারত) স্বাস্থ্যের রাণী ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ।

মা মারীয়া বহুবার দেখা দিয়েছেন, এর মধ্যে কিছু-কিছু ঘটনা আমাদের নাড়া দেয়। তিনি ফ্রান্সের লুর্দে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ১৮বার বার্ণাডেটকে দেখা দিয়েছেন। কেভ নদীর তীরে গুহায় মা মারীয়া বার্ণাডেটকে দেখা দিয়েছিলেন। বহু ভক্ত যারা মা মারীয়ার প্রতি বিশ্বাসে অটুট, তারা তাদের বিশ্বাসের ফলে রোগ থেকে মুক্তি পেয়েছে। মা মারীয়া চিহ্নস্বরূপ ঝর্ণার জল ও ঘাসপাতা ভক্তদের জন্য দিয়েছিলেন, দীর্ঘ ১৬২ বছর অবধি সেই ঝর্ণার জল পান করে, সেই জল দিয়ে স্নান করে লাখ-লাখ ভক্ত নিরাময় লাভ করেছে। ঘাসপাতা খেয়ে অনেকে সুস্থ্য হয়েছেন। মণ্ডলীর আশ্চর্য ঘটনা এবং কাথলিক শব্দটি নিওন প্রদীপের ন্যায় লুর্দে অবস্থিত। সেখানে বাণী ছিল, পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত কর। পাপীদের জন্য প্রার্থনা কর।

এছাড়া পর্তুগালের ফাতিমায় ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে মা মারীয়া লুসিকে দর্শন দেন। পর্তুগালে মা মারীয়ার অনেকগুলো বাণীর মধ্যে একটি বাণী ছিল, রাশিয়ায় ধর্ম বিশ্বাস যেন জাগ্রত হয়। বিশেষভাবে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে নাস্তিকতার বদলে ধর্ম বিশ্বাস দিন-দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রতি গণমাধ্যমে একটি সংবাদ এসেছে, পোপ ফ্রান্সিস আগামীতে উত্তর কোরিয়ায় পালকীয় সফর করতে পারেন। ফাতিমায় বাণী ছিল "প্রতিদিন জপমালা প্রার্থনা কর, পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত কর।" উপরোক্ত দুটি ঘটনাই মা মারীয়ার দর্শন বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। অন্যান্য দর্শনের বিষয়ে পরবর্তীতে আলোকপাত করা হবে।

আমাদের বাংলাদেশে উপরোক্ত দর্শনের আলোকে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন আর্চডাইয়োসিসের অধীন দিয়াং ধর্মপল্লীতে প্রতি বছর মা মারীয়ার তীর্থ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বছর অক্টোবর মাসের চতুর্থ সপ্তাহে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বারোমারী ধর্মপল্লীতে মা মারীয়ার তীর্থ হয়। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের মঠবাড়ী ধর্মপল্লীর অধীন ভাসানিয়া উপধর্মল্লীতে ভেলেঙ্কিনী মা মারীয়ার পর্ব পালিত হয়। এই করোনাকালে আমরা মা মারীয়ার কাছে আকুল প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন তাঁর অবিরাম আশীর্বাদে আমাদের সবাইকে রক্ষা করেন। মা মারীয়ার তীর্থে বা পর্বে হাজার-হাজার ভক্ত অংশ নেয়। অংশগ্রহণকারীরা প্রার্থনা করে, মানত করে, প্রায়শ্চিত্ত করে ও মা মারীয়ার নিকট আকুতি জানায় এবং মনের কথা জানায়। প্রার্থনা ফলবন্ত হয়। মা মারীয়া আমাদের সহায়, তিনি আমাদের রক্ষাকর্তা। জগতত্রাতার মাতা তুমি মা মারীয়া, ভক্তজনে ডাকে তোমায় হৃদয় ভরিয়া॥

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: *মা মারীয়ার দর্শন, (অনুবাদ) চিত্তরঞ্জন হাওলাদার।*

আকাশে শরতের সাজ

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ

আমাদের দেশ ঋতু বৈচিত্র্যের দেশ। বিভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন-ভিন্ন সাজে সেজে ওঠে বাংলার প্রকৃতি। বর্ষার বিদায়ে আগমন ঘটে শরৎকালের। গাঢ় নীল আকাশ, নদীর পাড়ে কাশফুলের সমাহার, বাঙালির প্রাণের উৎসব দুর্গাপূজা এসবই শরৎকালকে অন্য মাত্রা এনে দেয়। প্রভাতের শিউলিঝরা সকাল, ফসল বিলাসী হাওয়া, মেঘমুক্ত আকাশের মতন প্রকৃতির নানা মনভোলানো দানে সমৃদ্ধ এই ঋতু। শরৎকালের রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। বর্ষা কন্যার অশ্রু সজল চোখে বিদায় নেয়। ভাদ্রের ভোরের সূর্য মিষ্টি আলোর স্পর্শ দিয়ে প্রকৃতির কানে-কানে ঘোষণা করে শরতের আগমন বার্তা। ঝকঝকে নীল আকাশে শুভ্র মেঘ, ফুলের শোভা আর শস্যের শ্যামলীমায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে শরৎকাল। প্রকৃতির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে কবি তখন গেয়ে ওঠেন, “আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা রে ভাই, লুকোচুরি খেলা/ নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা।” তাই তো শরৎকাল বাংলার হৃদয়ের অত্যন্ত কাছের এক ঋতু। এক কথায়, আনন্দের পুরোধা। এই ঋতুর নিজস্ব একটা আনন্দময় গন্ধ রয়েছে। তাই শরতের প্রতিষ্ঠা উৎসবপ্রিয় বাঙালির হৃদয়ের তথা অন্তরের মণিকোঠায়। শিউলিঝরার আনন্দ, কাশফুলের দোল, মেঘমুক্ত আকাশে নীলের সমারোহ আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও আনন্দ মিলে শরতের সাজ।

ঋতুর পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে এই যে নিজের মধ্যে মানসিক তথা শারীরিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কখনো বসন্তের রঙে সেজে ওঠা, কখনো শীতে জড়োসড়ো, কখনো গ্রীষ্মের গরমে ঘামে ভেজা, কখনো বর্ষার বৃষ্টিতে স্নাত হওয়া, আবার শরতের স্নিগ্ধ আকাশের শোভায় সিক্ত হওয়া। এভাবেই আমাদের যাপিত জীবনে প্রতি ঋতুর চিহ্নের অবদান অনস্বীকার্য। ভাদ্র-আশ্বিন এই দুই মাস শরৎকাল। শরতের সৌন্দর্য বাংলার প্রকৃতিকে করে তোলে রূপময়। গাছপালার পত্র-পল্লবে গুচ্ছ-গুচ্ছ অন্ধকার ফিকে হয়ে আসতেই পাখ-পাখালির দল মহাকলরবে ডানা মেলে উড়ে যায় নীল আকাশে। আকাশের উজ্জ্বল নীলিমার প্রান্ত ছুঁয়ে মালার মতো উড়ে যায় পাখির ঝাঁক। শিমুল তুলোর মতো ভেসে চলে সাদা মেঘের ভেলা। চারদিকে শিউলি ফুলের গন্ধভরা ফুরফুরে মিষ্টি হাওয়া। বর্ষার পরের ঋতু শরৎ। তাই শরতের আগমনে বাংলার প্রকৃতি থাকে নির্মল, স্নিগ্ধ ও কোমল। শরৎকালের মতো আকাশ আর কোন ঋতুতে দেখা যায় না। নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা আর নদীর তীরে সাদা কাশফুল, ভোরে হালকা শিশির ভেজা শিউলি ফুল। সব মিলিয়ে শরৎ যেন শুভ্রতার ঋতু। শরৎকালের রাতে জোছনার রূপ, অপরূপ। মেঘমুক্ত আকাশে যেন জোছনার ফুল ঝরে। চাঁদের আলোর শুভ্রতায় যেন আকাশ থেকে কল্পকথার পরীরা ডানা মেলে নেমে আসে পৃথিবীতে। বলা যায়, শরৎকাল বাংলার ঋতু পরিক্রমায় সবচেয়ে মোহনীয় ঋতু। তাই তো বলা হয়ে থাকে, “বিশ্বকবির সোনার বাংলা, নজরুলের বাংলাদেশ, জীবনানন্দের রূপসী বাংলা, রূপের যে তার নেইকো শেষ।”

শরতের মূল আকর্ষণ নানা বৈচিত্র্যের কাশফুল। নদীর তীরে, বনের প্রান্তে কাশফুলের দৃষ্টিনন্দন রূপ শোভা ছড়ায়। গাছে-গাছে শিউলির মনভোলানো সুবাস অনুভূত হয় শরতের ছোঁয়া। শরতের মেঘহীন নীল আকাশে গুচ্ছ-গুচ্ছ কাশফুলের মতো সাদা মেঘের ভেলা কেড়ে নেয় মন। শরৎকালকে বলা হয়ে থাকে, ঋতুরানী। তাই শরৎ এর আগমন উপলক্ষে প্রকৃতি অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়। প্রকৃতির সাজ হচ্ছে তার ফুল ও ফল। এগুলোই তার অলংকার। আর এসবই তাকে সাজিয়ে তোলে। শরৎকালে কাশফুল, শিউলি, কামিনী, হাসনাহেনা, দোলনচাঁপা, বেলী, ছাতিম, রঙ্গন, টগর, মাধবী, নয়নতারা, ধুতরা, কল্কে, সন্ধ্যামণি ইত্যাদি নাম না জানা আরো কত ফুল ফোঁটে। কবিগুরু জমিদারি দেখাশোনার জন্য যখন পদ্মায় নৌকা ভ্রমণ করতেন, তখন শরতের ময়ূরকণ্ঠী নীল নির্মল আকাশে শিমুল তুলার মতো শুভ্রমেঘের দলবেঁধে ছুটে বেড়ানো দেখে লিখেছিলেন, “অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া/ দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া।” অন্যদিকে, কবি নজরুল লিখেছেন, “শিউলি ফুলের মালা দোলে শারদ রাতের বুকে ঐ” কিংবা “এসো শারদ প্রাতের পথিক।” কবি জীবনানন্দ দাশ এ ঋতুর চরিত্রের সাথে বর্ণনা করেছেন প্রিয়তমাকে। তিনি তাঁর “এখানে আকাশ নীল” কবিতায় লিখেছেন, “এখানে আকাশ নীল-নীলাভ আকাশজুড়ে সজিনার ফুল/ ফুটে থাকে হিম/ সাদা-রঙ তার আশ্বিনের আলোর মতন।” এভাবে বাংলা সাহিত্যে শরৎকালের বন্দনা রচিত হয়েছে। শরতের উৎসবের মধ্যে অন্যত দুর্গাপূজা। শরৎকালে হয়, তাই এ পূজাকে “শারদীয়া দুর্গাপূজা” বলা হয়ে থাকে। এ সময় অশুভ অবস্থা কিংবা অমঙ্গল থেকে রক্ষা পেতে মঙ্গলময়ী দেবী দূর্গার মর্তে আগমন ঘটে। ঢাকের তালে উলুধ্বনিতে পূজোর আমেজ থাকে চারিদিকে।

শরৎকাল মানেই নদীর তীরে কাশফুল। নীল আকাশে কড়া রোদের মাঝে সাদা মেঘের উঁকি-ঝুঁকি। কখনো বা আকাশে রোদ আর মেঘেদের ঝগড়ার কাঁটাকুটি। যার ফলশ্রুতিতে ঝুপ-ঝুপ করে খানিক বৃষ্টি নামে। আবার মেঘ কেটে গিয়ে রোদের তেতো শরবত। আর দূরের ঐ ফসলের মাঠে চোখ পড়তেই দেখা যায়, আমন ধানের চারাগুলো হেমন্তের অপেক্ষায় বসে আছে। কারণ, তখন-ই যে ফসল কাটার সময়। শরৎ মানেই গাছে-গাছে হাসনাহেনা আর বিলের

মাঝে শাপলার সমারোহ। আবার এই শরৎ মানেই কিন্তু লম্বা ঐ তালগাছে, পাকা তালের বাহার। আর শরতের পূর্ণিমা রাত মানেই ফকফকা আলোর বন্যা। কবিতার ভাষায় কবিদের সাথে বলি, “শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি,/ ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি।/ শরৎ, তোমার শিশির-ধোওয়া কুন্তলে/ বনের-পথে-লুটিয়ে পড়া অঞ্চলে/ আজ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চঞ্চলি।” তাই বলা যায়, কাশের দেশে প্রকৃতি হাসে। শরৎ মানেই ভালোবাসার ঋতু। প্রেমের ঋতু, স্নিগ্ধতা আর শুভ্রতার ঋতু।

জীবনে যেমন আনন্দ রয়েছে, তেমনি রয়েছে বেদনাও। যেমন রয়েছে সুখ, তেমনি আছে দুঃখও। ঠিক তেমনি শরৎ ঋতুর মধ্যেও রয়েছে যেমন আনন্দের সমাহার, তেমনি রয়েছে বেদনা। জীবনের সুখ-দুঃখের দোলাচলের এই গভীর সত্যটা শরতের মধ্যে সহজেই আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি। আগমনীর আনন্দ আর বিজয়ার বিষাদ জীবনের এই স্বরূপকে উপলব্ধি করতে শেখায়। সারা বছর ধরে প্রত্যেকটা দিন মা মেনকা তাঁর সাধের উমার আসার অপেক্ষা করতে থাকেন। আর বছরের শেষে সেই দীর্ঘ মেয়াদি প্রতীক্ষার পরে যখন মা মেনকা তাঁর সাধের উমাকে পান, তখন তিনি অনাবিল আনন্দে মেতে ওঠেন। কিন্তু দশমীর বিচ্ছেদের বেদনা এই আনন্দকে নির্ঝর করে দেয় এক নিমিষে। এর জন্যই তো নবমী নিশিকে উদ্দেশ্য করে মা মেনকা বলে ওঠেন, “যেও না রজনী, আজি লয়ে তারা দলে। গেলে তুমি, দয়াময়ী, এ পরাণ যাবে।” এটা শুধু মা মেনকার বিলাপ নয়। প্রত্যেক পিতা গৃহকর্তা কন্যাকে তার শ্বশুর বাড়ি পাঠানোর সময় বাঙালি মায়েদের এক করুণ আর্তনাদ। এই ঋতু যেন আমাদের বুঝিয়ে দেয় সুখ-দুঃখের দোলাচালে উত্থান-পতনের নামই হলো জীবন। দুঃখ ছাড়া আনন্দ পূর্ণতা পায় না; আনন্দের স্বরূপ আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। বুদ্ধের অমোঘ বাণী আকাঙ্ক্ষাই দুঃখের কারণ। এই পরম সত্য আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়। আর আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতাতেই হয় আনন্দের প্রাপ্তি।

কর্ম-ব্যস্ত জীবনে অনেক কিছুর মত চোখ এগিয়ে যায় প্রকৃতির পরিবর্তনও। খেয়াল থাকে না আবহাওয়া পরিবর্তন হচ্ছে! কিংবা বাংলায় কোন মাস চলছে বা কোন ঋতুর মধ্যে আছি! বলা হয়ে থাকে, চোখ মনের কথা বলে। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, মানুষের চোখ হচ্ছে মনের আয়না। যা দেখে মানুষের ভেতরটা পড়তে পারা যায়। তেমনি ঋতুর পরিবর্তনের আভা আকাশে বোঝা যায়। যেমন- গ্রীষ্মের আকাশে কাঠফাঁটা রোদ, বর্ষায় ঘন-কালো, শরতে স্বচ্ছ সাদা-নীলের আভা। অর্থাৎ চোখ যেমন মনের কথা বলে; তেমনি আকাশ ঋতুদের অভাস বলে দেয়। একই সাথে আকাশ মানুষের মনের অবস্থা আমূল বদলে দিতে পারে। শরতের ঝকঝকে আকাশ তেমনি মন ভাল করে দেয়। ধূসর-সাদা কাশবনে সূর্যের প্রখর আলো মনকে চকচকে করে দেয়। এ সময় ঢাকের শব্দ বলে দেয় সামনে পূজোর উপস্থিতি। এখন শরৎকাল। শরতের শুভ্র আকাশের নিচে দুলে ওঠে কাশবনের কাশফুল। নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা আর নিচে কাশবনের বাঁধনহারা বাতাসের ঢেউ বয়ে যাওয়া। এ দৃশ্য অবলোকন করলে শরতের মাধুর্য আমাদের কাছে আরও বেশি স্পষ্ট হয়। কেননা কবি লিখেছেন, “শরতের আনন্দ সকাল আর সাঁঝে, শরতের আনন্দ কাশফুলের মাঝে। শরতের আনন্দ নীল আকাশটাতে, শরতের আনন্দ নির্মল বাতাসটাতে। শরতের আনন্দ সাদা মেঘের ভেলায়, শরতের আনন্দ ঘুড়ির খেলায়। শরতের আনন্দ লাগুক প্রাণে, সবার জীবন ভরুক হাসিতে গানে॥”

তথ্যসূত্র :

1.https://www.prothomalo.com/†m B-kir-GB-kir
2.https://banglapaath.wordpress.com/2016/05/21/kirKvj
*3. https://channelagami.com/feature/*শরৎকাল-কাশের-দেশে-যখন-প্র১

“তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম”

প্রয়াত জন ভিনসেন্ট গমেজ
জন্ম: ৭ নভেম্বর ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৭ অক্টোবর ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ

মহাপ্রয়াণের চতুর্দশ বার্ষিকী

প্রাণপ্রিয় বাবা,

দেখতে-দেখতে ফিরে এলো সেই বেদনাবিধুর ১৭ অক্টোবর। যেদিন তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছ পরম পিতার কাছে। বাবা মনে হয় এখনও তুমি আছ, আমাদের সঙ্গে পথ চলছ। তোমার সেই কণ্ঠ, হাসি; আদর করে বাবা ডাকা আমাদের হৃদয়ে বাজে। তুমি আছ আমাদের হৃদয়ে। তুমি ছিলে সদাহাস্য; অতিথিপরায়ণ, প্রার্থনাশীল, বিনম্র ও সরল অন্তরের অধিকারী। তোমার আদর্শ ছিল প্রতিটি মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসা; দীন-দরিদ্রের প্রতি গভীর আন্তরিকতাবোধ যা কেউ কোনদিন ভুলতে পারবে না। তোমার শূন্যতা প্রতিটি মুহূর্তে অনুভব করি।

বর্তমান বাস্তবতা বলে দেয়, তুমি আছ স্বর্গীয় পিতার সান্নিধ্যে। বাবা তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের জন্য প্রার্থনা ও আশীর্বাদ করো, আমরা যেন খ্রিস্টীয় ভালবাসায় মিলে-মিশে জীবন যাপন করতে পারি। ঈশ্বর তোমাকে অনন্ত জীবন দান করুন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

স্ত্রী: শেফালী রড্রিক্স
ছেলে ও ছেলে বউ: শংকর ও অনিমা গমেজ
আদরের নাতি: স্নিগ্ধ গমেজ
মেয়ে: শান্তি, চন্দ্রা ও সিস্টার মারীটেল্লা (এসএমআরএ)

করোনায় ধরিত্রী ভাবনা

সিস্টার মাগ্দালেন বিশ্বাস এলএইচসি

গত ফেব্রুয়ারির শেষ দিক থেকে একটা নতুন নামের সাথে পরিচিত হয়েছি- করোনাভাইরাস বা কোভিড-১৯। এই ভাইরাস সারা বিশ্বকে একেবারে কাবু করে ফেলেছে। ক্রমে-ক্রমে সব দেশে ছড়িয়ে পড়ছে এবং আক্রান্ত হয়ে প্রতি মিনিটেই শত-শত মানুষ মারা যাচ্ছে। ভয়ানক এই অদৃশ্য শত্রুকে প্রতিরোধ করার কারও কোন দৃশ্যমান শক্তি নেই। সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান, শক্তি, সৈন্য, গোলা-বারুদ, ধন-সম্পদ কোন কিছুই কোন কাজে আসছে না। কোন দেশ, কোন জাতি, কোন রাষ্ট্র কেউ কিছুই করতে পারছে না। সবাই আত্মসমর্পণ করছে এই অদৃশ্য শত্রুর কাছে। এই অদৃশ্য মারাত্মক আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য যেন সবাইকে নিয়ে সর্বশক্তি মিলিত করে লড়াই করছে, এগিয়ে যাচ্ছে। মানুষ স্রষ্টামুখী হচ্ছে। করোনাভাইরাস নিয়ে বিভিন্ন সংবাদ শুনে ও পাঠ করে মনে কিছু চিন্তা-ভাবনার উদ্বেগ হয়েছে যা প্রকাশ করার প্রয়াস পাচ্ছি।

আজ থেকে ৫ বছর আগে অর্থাৎ ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ধরিত্রী, প্রকৃতি, পরিবেশ ও জলবায়ুর উপরে লেখা তার সর্বজনীন পত্রের মাধ্যমে বিশ্ব বিবেককে জাগ্রত করেছেন। সেই থেকে বিভিন্ন দেশ ও জাতি সকলেই জলবায়ু ও পরিবেশ দূষণ ও রক্ষা নিয়ে পত্র-পত্রিকায়, মিডিয়ায় আলোচনা করেছে এবং বড়-বড় উন্নত ও ধনী দেশগুলোর ওপর চাপ ও দোষারোপ করে আসছে। এভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে ঈশ্বরের সৃষ্ট প্রকৃতিকে দূষণ ও ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে। কিন্তু খুব কমই সুফল হয়েছে। এমতাবস্থায় আমার মনে হচ্ছে ঈশ্বর নিজেই হস্তক্ষেপ করছেন। আমার এই ৮০ বছর বয়সের উর্ধ্বে বিভিন্ন ঘটনায় যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি- তাতে যখনই দেখেছি মানুষ বুদ্ধি ও জ্ঞান বিজ্ঞান নিয়ে মেতে উঠে ঈশ্বরকে ভুলে গেছে বা ঈশ্বরকে দূরে রেখে নিজ-নিজ শক্তি, ক্ষমতাকে বড় করে প্রকাশ করছে, তখনই ঈশ্বর কোন না কোনভাবে মানুষকে সচেতন করে তাঁর দিকে ফিরে তাকাতে সহায়তা করছেন।

এই করোনা নামক ভাইরাস ক্ষুদ্রাণু ক্ষুদ্র জীবাণু। অদৃশ্য জীবাণু। মাত্র বিজ্ঞানীগণ অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে দেখতে বা বুঝতে পারে। তাদের প্রকাশ থেকেই আমরা মূলত কিছু-কিছু জানতে পারি। এই অদৃশ্য ক্ষুদ্রাণু ক্ষুদ্র জীবাণুর বিরুদ্ধে কোন শক্তিধর দেশ বা রাষ্ট্র কিছুতেই কিছু করতে পারছে না। করোনার আক্রমণ ও মৃত্যু বেড়েই চলেছে। তাই সৈন্য, সামন্ত, গোলা-বারুদ, আনবিক বোমা, সুসজ্জিত অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে, সব আয় উন্নতির পথ ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে, মানুষ যেন নিজ-নিজ জীবন বাঁচাতে বদ্ধ পরিকর। মানুষ মানুষের সহায়তায় একাত্ম হয়ে সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তার দিকে ফিরছে।

নিজ-নিজ ঘরে বসে মানুষ একান্তভাবে পরমেশ্বরকে ডাকছে। এই সুযোগে মানুষের অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে প্রকৃতি আপন থেকেই দূষণমুক্ত হচ্ছে। সমুদ্র, নদী, খাল-বিলের জল পরিষ্কার হচ্ছে, ফলে জলজ প্রাণীকুল আনন্দে মেতে উঠেছে। জলজ প্রাণীসম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জলে বসবাসকারী জীব-জন্তু তাদের চলাফেরার মুক্তাঙ্গণ পেয়ে আনন্দে নৃত্য করছে। একইভাবে আকাশে উড়োজাহাজ চলছেই না, বোমারু উড়োজাহাজ, গোলা-বারুদ, কলকারখানার কালো বিষাক্ত ধোঁয়া নেই। কী শান্তি, মহাশান্তিতে আকাশের পক্ষীকুল প্রভুর জয়গান গাইছে। মুক্তকণ্ঠে ওরা পর্যটন করতে আসছে লোকালয়ে। যেসব পাখি মানুষের দেখার সৌভাগ্য হয়নি তা দেখতে পাচ্ছে। এখন কিছু মানুষের ক্যামেরায় ধরা পরে লোকজনের চোখের সামনে ফুটে ওঠেছে। ধন্যবাদ দিচ্ছি এইসব ক্যামেরা ব্যবহারকারীদের, যার বদলৌতে বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীকুল দেখার সুযোগ হচ্ছে।

বন জঙ্গলের প্রাণীকুল, যাদের বসবাসের জন্য সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীর ১/৩ অংশ বন-জঙ্গল সৃষ্টি করে দিয়েছেন। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের জন্যই ঈশ্বর ভারসাম্য বজায় রেখে সব ঠিকঠাক মতো দিয়েছেন যেন সবাই নির্দিষ্ট জায়গায় থেকে যার যা প্রয়োজন খাদ্য, বাসস্থান, ওষুধ, জল, বায়ু সবই পেতে পারে, সুখে থাকতে পারে। কিন্তু মানুষই লোভ ও স্বার্থপর হয়ে বন-জঙ্গল কেটে জলের গতি প্রবাহ বন্ধ করেছে। আকাশচুম্বি দালান-কোঠা নির্মাণ করে সব আবর্জনা ফেলে জলকে বিষাক্ত করছে; বাতাসকে করেছে সিসা ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডে বিষাক্ত। পশু-পাখি, জন্তু-জানোয়ার, বাঘ-ভাল্লুক, সিংহ দানব, সবই ধ্বংসের পথে নিয়ে এসেছে মানুষ।

এই অতি ক্ষুদ্রাণু ক্ষুদ্র ভাইরাসের কারণে তাই পৃথিবী ও প্রকৃতি যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছে। প্রকৃতি ফুলে-ফলে নিত্য নতুন করে সেজে উঠছে, শোভা সৌন্দর্য বাড়াচ্ছে। বন-জঙ্গল কাটা হচ্ছে না। এভাবে পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ, সরীসৃপ, হাঙ্গর, কুমির, সাপ, ব্যাঙ, কচ্ছপ, মাছ আপন গতিতে বহু পরিমাণে বংশবৃদ্ধি করছে। মানুষ প্রকৃতি থেকে আবার তা খাদ্য হিসেবে ভোগ করতে পারবে। কী দয়া প্রকৃতির! প্রকৃতি কত উদার, আমাদের প্রেমময় ঈশ্বর কত মহান।

জগতের মানুষ, রাজ্য, রাষ্ট্রগুলো বন্ধু হতে পারে না। একে-অপরকে ভয় করে। আত্ম রক্ষার জন্য সৈন্য-সামন্ত, গোলা-বারুদ ইত্যাদি বাড়িয়েই চলছে। শুধু পৃথিবী নয়, আকাশও অধিকার করতে স্যাটেলাইট নামক যন্ত্র আবিষ্কার করে পাল্লা দিয়ে ছুটছে মানুষ। হঠাৎ করে করোনায় এখন সবই স্তব্ধ হয়ে গেল। চোখের পলকেই যেন সব শক্তিধররা নেতিয়ে পড়ল করোনা নামক অদৃশ্য একটা জীবাণুর কাছে। মনে হচ্ছে বড়-বড় শক্তিধর রাষ্ট্রও হাক-ডাক দিচ্ছে- এসো কে, কোথায় আছ সাহায্য কর। এসো একসঙ্গে লড়াই করি। যেন কত সহজেই এগিয়ে আসছে সর্বশক্তি নিয়ে একে-অপরকে সাহায্য দিতে। বন্ধুত্বের

ডাক-এখন আর ধন-সম্পদের বাহাদুরী আর গোলা-বারুদের ঝনঝনানী বোঝা যাচ্ছে না। এই তো প্রকৃতির লীলাখেলা।

গণমাধ্যমের আশীর্বাদে জানতে পেরেছি গত ১ বছরে কালো টাকা সাদা করার কথা, ঘরের মধ্যে অবৈধ সম্পদ, টাকার খনি, সোনার খনি, তেলের খনির সন্ধান পাওয়ার কথা। আমাদের প্রধানমন্ত্রী- তার বুদ্ধি, সাহস ও ধৈর্য সহকারে এসব উদ্ধার করছে। অনেক মানুষ তাদের গচ্ছিত সম্পদ থেকে কিছু কিছু বের করছে ক্ষুধার্ত মানুষকে সাহায্য করতে। নাম প্রকাশের জন্য হোক আর দয়া-ভালবাসার জন্য হোক, হচ্ছে তো কিছু। করোনাভাইরাসের এই ভয়াবহ পরিস্থিতি না হলে হয়তো মানুষের হৃদয় এতখানি উদার বা উন্মুক্ত হতো না। দয়ালু যারা ধন্য তারা, তাদেরই দয়া করা হবে, স্বর্গরাজ্য তাদেরই।

করোনার কারণে মানুষের পারিবারিক যোগাযোগ ও বন্ধন, বৃদ্ধি এবং দৃঢ় করার সময় ও সুযোগ এসেছে। সারাদিন, সারা সপ্তাহ, সারা মাস এবং বছরের পর বছরও যাদের একত্র হয়ে থাকা, দেখা সাক্ষাৎ করার সময় হয়ে ওঠে না। যারা দূরে থাকে তাদের কথা বাদ দিয়ে বলি, যারা একই ঘরে, একই বাড়িতে থাকে, তারাও কাজ, চাকুরী, লেখাপড়া নিয়ে এত ব্যস্ত যে, একসঙ্গে দুটো কথা, একটু প্রার্থনা করা, এমনকি একসঙ্গে বসে চারটি খাবার খাবে তারও সময় হয় না। অনেক পরিবারে সারাদিনে, সারা সপ্তাহে শিশু সন্তানেরা বাবার মুখ দেখতে পারে না। বাবা ঘরে আসে সন্তানেরা ঘুমিয়ে থাকে আবার সন্তান ঘুম থেকে ওঠার আগে বাবা ঘর থেকে বেড়িয়ে যান। সন্তানেরা কোন কাজের মেয়ে বা বুয়া নামক মহিলার কাছে থাকে। মায়া-মমতা, শাসন-শোষণ, ভাল-মন্দ যা পায় ঐ কাজের বুয়ার কাছ থেকেই। ফলে প্রকৃত পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় না হয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বা বংশধর হয়ে ওঠে বঞ্চিত, লাঞ্ছিত এবং মা-বাবার প্রতি অশ্রদ্ধা।

মানব জীবন গঠনে মানুষের সময় নেই, মন নেই। সময় ও মন হল, ধন-সম্পদে বড় হওয়া, বেশি আয় করা। করোনাভাইরাসের সুবাদে লকডাউনের ফলে সময় বের করার উপায় পাওয়া গেল। এই ক্ষুদ্রতম জীবাণু "করোনা" নামক ভাইরাস জগতে বিরাট পরিবর্তন এনে দিল। পরিবর্তন মন্দের দিকে যেমন আবার ভালোর দিকেও কম নয়। আমার ধারণা, মানুষের জীবন-যাপনে, অভ্যাসে, মায়া-দয়ায়, সহযোগিতা-সহভাগিতায়, আধ্যাত্মিকতায়, স্নেহ-ভালবাসায়, আন্তরিকতায় বহুগুণে অনেক পরিবর্তন আসছে। এই পরিবর্তন স্থায়ী হয়ে থাকুক, সেই কামনা ও প্রার্থনা করি। প্রকৃতির মধ্যেও বিরাট পরিবর্তন দেখা যায়। উল্টে গেল বিশ্ব, "মানুষ ঘরে আর পশু-পাখি রাস্তায়", এমন হেডিং দিয়ে প্রকৃতির কতগুলো বাস্তব চিত্র দেখলাম ২১ এপ্রিল, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *বাংলাদেশ প্রতিদিন* নামক পত্রিকায়।

১। **ইংল্যান্ড অ্যাণ্ড ওয়েলস্, মহাসড়কে পাহাড়ী ছাগল:** লকডাউনে রাস্তা যখন শূন্য সেই সুযোগে রাস্তায় ও বিভিন্ন লোকালয়ে নিশ্চিন্তে, মনের সুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে পাহাড়ী বন্য ছাগল।

২। **মুম্বাই, ভারত, গাড়ির পাশে ময়ূরের নাচ:** পিচঢালা রাস্তায় গাড়ির পাশে নিরিবিলি জনশূন্য স্থান পেয়ে ময়ূরের দল যেন নাচতে-নাচতে নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

৩। **জাপানে নারাপার্ক এলাকায় সিকা হরিণ:** করোনায় লকডাউনে লোক নেই, হরিণগুলো খাবার না পেয়ে খাবারের সন্ধানে বন এলাকা ও পার্ক ছেড়ে চলে এসেছে রাস্তায়। মনের সুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেখানে-সেখানে।

৪। **মেক্সিকোর সমুদ্র সৈকতে গভীর জলে থাকা ভয়ঙ্কর কুমির কুল:** এখন নিরিবিলি সৈকত জনশূন্য থাকাতে কুমিরগুলো চলে এসেছে চরে রোদ পোহাচ্ছে। বিভিন্ন পাখি ও এই কুমিরদের রোদ পোহানো দেখার জন্য আশে-পাশে নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

৫। **দক্ষিণ আফ্রিকা:** পিচঢালা রাস্তায় বনের রাজা সিংহ, দল বেঁধে যেন নগর ভ্রমণ করছে। পিচঢালা রাস্তায় শুয়ে আরাম করছে। রোদ পোহাচ্ছে।

৬। **কেপটাউন, দক্ষিণ আফ্রিকা:** নগর ভ্রমণে পেঙ্গুইন পরিবার। জনশূন্য ফাঁকা রাস্তায় পেঙ্গুইন এর একটি ছোট পরিবার ঘুরতে বেড়িয়েছে। মনে হচ্ছে, যেন প্রতিবেশিদের খোঁজ-খবর নিতে লোকালয়ে চলে আসছে।

৭। **কক্সবাজার, বাংলাদেশ:** দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার এখন জনশূন্য। এই সময়ে ১০-১২টি ডলফিন একেবারে উপকূলের কাছে এসে যেন নাচ করছে। এ সময় স্থানীয়রা পাড় থেকে এ দৃশ্য উপভোগ করে ক্যামেরায় ধরে রাখে।

৮। **মুম্বাই, ভারত:** মুম্বাইয়ের সি-উ অঞ্চলে সারা বছর পর্যটকদের ভীড় থাকে। তাই ফ্লামিঙ্গো পাখিগুলো দূরে-দূরে লুকিয়ে থাকে। এই করোনায় লকডাউনের জন্য জনশূন্য উপকূলে ফ্লামিঙ্গো পাখীকুল ঝাঁকে-ঝাঁকে ভীড় করছে। এখন নির্ভয়ে উপকুলে এসে নির্মল আনন্দ উপভোগ করছে দল বেঁধে।

৯। **ভেনিস, ইতালি, মৃত্যু উপত্যকায় শান্তির দূত:** বিশ্বজুড়ে পর্যটন আকর্ষণের অন্যতম স্থান ইতালির ভেনিস। সারা বছর সেখানে হৈ-চৈ লেগেই থাকে। কিন্তু করোনার আক্রমণে শুধু ভেনিস কেন সারা ইতালি যেন পরিণত হয়েছে মৃত্যু উপত্যকায়। এর মধ্যেও আশার আলো রয়েছে। নদীর জল ফিরে পেয়েছে তার স্বচ্ছতা। খালগুলোর জল আবারও নীলচে হয়ে উঠেছে, খেলছে মাছের দল, ভাসছে নানা রঙের হাঁস ও অন্যান্য পাখি। ভাসছে বিরল প্রজাপতির হাঁসও।

১০। **লুপবুরি, থাইল্যান্ড, বানরের রাজত্ব:** করোনার প্রকোপে থাইল্যাণ্ডের সমস্ত নগরী ছিল জনশূন্য। এই সুযোগে লুপবুরি নগরের দখল নিয়েছে বনবাসী বানরের দল। লুপবুরি রাস্তায় বানরেরা ঘোরাফেরা করে। শহর ঘেষা এলাকার পর্যটকেরাই এদের খাবার দেয়। কিন্তু করোনার লকডাউনে কোন পর্যটক নেই বলে খাদ্য সন্ধানে বানরগুলো স্ব-পরিবারে ঘোরাফেরা করছে।

উপসংহার: বর্তমানে লকডাউনে ব্যবসা-বাণিজ্যে, চাকুরী-বাকরী, কাজ-কর্মে, আয়-উন্নতি করতে না পারায় মানুষ মহা খাদ্য সঙ্কটে পড়েছে। এমতাবস্থায় ত্রাণের খাদ্য সামগ্রী নিয়েও মানুষের মধ্যে বেড়ে গেছে পশু স্বভাবের কাড়াকাড়ি, ছুড়াছুড়ি, চুরি-চামারী, পকেট ভারী। বর্তমান এই বাস্তবতার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে মানুষের (নেতাদের) আসল রূপ। নির্বাচনের পূর্বে প্রচার-প্রচারণার মধ্যে প্রায় সকল প্রার্থীর চরিত্রই থাকে ফুলের মত পবিত্র। বাস্তবে সেবার সময় তাদেরকে আর দেখা যায় না। বিভিন্ন গণমাধ্যমে দেখা যায়, শোনা যায় কথিত সেই সব ফুলের মত চরিত্রের প্রচারিত পবিত্র নেতাদের দুর্গন্ধময় কলঙ্কিত চেহারা। অন্যদিকে, ঐসব অপকর্মা, দুর্গন্ধময় নেতাদের কর্মকাণ্ড প্রকাশিত হওয়ায় অন্যান্য সেবাকর্মীদের মন-পরীক্ষা ও নিজেদের শুধরে নেবার কাল ও সুযোগ হয়েছে। এই সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে অনেক সেবক, কর্মী নিশ্চয়ই পুত-পবিত্র জীবনের অধিকারী হয়ে ওঠছে। সেই অনুভূতির জন্য পরম করুণাময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও প্রশংসা জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাই, আমাদের সেই সব নেতা-নেত্রীদের, যারা নিজ জীবন বিপন্ন করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু ঝুঁকি নিয়েও কষ্টভোগী মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। প্রেমময় ঈশ্বর, চিরবিশ্বস্ত সৃষ্টিকর্তা যেন তাদের প্রাপ্য পুরস্কার দান করেন॥

করোনাভাইরাস এবং খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের অনুশীলন

ফাদার শিশির কোড়াইয়া

করোনাভাইরাস। কোভিড-১৯। কয়েকটি বর্ণের সম্মিলিত দুটি শব্দ। করোনাভাইরাসে বিশ্ব আজ প্রকম্পিত। বিশ্ব প্রায় স্তব্ধ আজ। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা স্থবির। আজ গোটা বিশ্বে মানবজাতি এক

কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। বিগত সময়ে বিশ্ববাসী বেশ কিছু ভাইরাসের সাথে পরিচিতি লাভ করেছে যেমন-জিকা ভাইরাস, নিপা ভাইরাস, ইবোলা ভাইরাস ইত্যাদি। কিন্তু করোনাভাইরাসের মতো এমন ভয়ঙ্কর ভাইরাস পৃথিবীর মানুষ ইতোপূর্বে আর দেখেনি। এই ভাইরাসে বিশ্ব যেন থমকে গেছে। করোনাভাইরাস বিশ্বকে যেমন স্থবির করে ফেলেছে, তেমনি মানব জীবনকেও স্থবির করেছে। সেই স্থবিরতা অর্থনৈতিক, সামাজিক, মানসিক সঙ্কটের সাথে-সাথে ধর্মীয় দিকে বা আধ্যাত্মিক বিষয়েও বড় ধরণের পরিবর্তন পর্যবসিত হচ্ছে। করোনাভাইরাসের আতঙ্কে মানুষ অনেকটা ঘরবন্দি। আর এই ঘরবন্দিত্ব অবস্থায় মানুষ প্রচলিত অনেক কিছু থেকেই বঞ্চিত হচ্ছে। এই বঞ্চিত, মানুষ ধর্মীয় রীতি-নীতি থেকে হচ্ছে। করোনাভাইরাস মানুষকে প্রচলিত ধারায় ধর্মীয় অনুশীলনের অনেক কিছু থেকে বাদ রেখেছে।

মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশের সরকারের দিক-নির্দেশনা মোতাবেক করোনাভাইরাসের জন্য ধর্মীয় দিকেও অনেক কঠোর নির্দেশ মানতে হয়েছে। গির্জায় এসে প্রাত্যহিক ও রবিবাসরীয় উপাসনায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও বিরত থাকতে হয়েছে। এমন কি আমাদের খ্রিস্টধর্মের চরম ও অতি গুরুত্বপূর্ণ সপ্তাহ সেই পুণ্য সপ্তাহ এবং মুক্তিদাতা যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান উৎসবও আমরা চিরাচরিত প্রথানুসারে গির্জায় উপস্থিত হয়ে করতে পারিনি। তপস্যাকালীন যাত্রা শুরু করেছিলাম কিন্তু পথিমধ্যে সেই যাত্রার রথ টেনে ধরতে হয়েছে এই অদৃশ্য করোনাভাইরাসের কারণে। নিজেদের আধ্যাত্মিক প্রস্তুতিস্বরূপ বিভিন্ন ধর্মপল্লী, সংগঠন, দল বিভিন্ন প্রোগ্রাম বা কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল কিন্তু বিধিবাম তা সম্পূর্ণ করতে পারেনি। অনেক খ্রিস্টভক্তেরা আক্ষেপে বলেছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হল, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা যুদ্ধ হলো তারপরও ধর্মীয় রীতি-নীতি বন্ধ হয়নি কিন্তু অদৃশ্য এক ভাইরাসের জন্য আজ সবকিছু বন্ধ হয়ে আছে।

যখন ধর্মীয় রীতি-নীতি ও গির্জায় পবিত্র খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করতে না পেরে ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টভক্তগণ মনোকষ্টে ভুগতে আরম্ভ করেন তখনই মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষের সময়োপযোগি সিদ্ধান্ত "অনলাইন পবিত্র খ্রিস্টযাগ, পবিত্র ক্রুশের পথসহ আরও কিছু-কিছু বিষয়" অনলাইনের মাধ্যমে খ্রিস্টভক্তদের নিকট প্রচার করা। এই বিষয়টি খ্রিস্টভক্তরা সাদরে গ্রহণ করেছেন এবং অধিকাংশই যথাযথ নির্দেশনা অনুসারে এই সকল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। যা আমাদের বিশ্বাসের বহিপ্রকাশ। যদিও আমরা বাংলাদেশের জনগণ অভ্যস্ত ছিলাম না অনলাইনের মাধ্যমে ধর্মীয় উপাসনাসহ অন্যান্য অনুষ্ঠানে, তথাপি পরিস্থিতির কারণে তা গ্রহণীয় হয়েছে। ভার্চুয়ালভাবে পবিত্র খ্রিস্টযাগসহ অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনায় অংশগ্রহণ করার মধ্যদিয়ে খ্রিস্টভক্তগণ সুযোগ পেয়েছে ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করতে, হৃদয়-মনে পেয়েছে প্রশান্তি। এতকিছুর পরেও অনেকের মাঝে একটা আফসোস লক্ষ্য করা গেছে যে, পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করতে না পারার।

"গৃহমণ্ডলী: দীক্ষিত ও প্রেরিত"। করোনাভাইরাস সঙ্কটকালে এই মূলসুরটি সত্যিকার প্রতিফলন দেখা গেছে আমাদের জীবন বাস্তবতায়। এক একটি গৃহ হয়ে উঠেছে এক একটি গৃহমণ্ডলী। যেহেতু গির্জায় উপস্থিত হয়ে পবিত্র খ্রিস্টযাগসহ সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করা সম্ভব ছিল না তাই পরিবারগুলোতে সদস্যরা মিলে সেই সকল প্রার্থনানুষ্ঠান করেছেন। সকলে একসাথে অনলাইন খ্রিস্টযাগে যোগদান করেছে। এছাড়াও এই বিশেষ অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে রোজারীমালা প্রার্থনাসহ আরও কিছু প্রার্থনা পারিবারিকভাবে করা হয়েছে, এখনও তা চলমান। পরিবারগুলি হয়ে উঠছে এক একটি গৃহমণ্ডলী।

করোনাভাইরাসমুক্ত পৃথিবী কবে লাভ করব তা জানি না বা বলতে পারি না। কিন্তু এই কঠিন সময়ে আমার চেয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক, অন্য যেকোন দিকে দুর্বলকে সাহায্য করা আমাদের খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের অনুশীলনের একটি বিশেষ দিক হতে পারে। এ বিষয়ে আমাদের সকলকে সচেতনতার সাথে জীবন-যাপন করতে হবে।

খ্রিস্টবিশ্বাসের বিশ্বাসী হিসেবে প্রতিজনকে আমাদের মুক্তিদাতা যিশু খ্রিস্টের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা নিয়ে নিজেদের সমর্পণ করা একান্ত প্রয়োজন যেন এই কঠিন পরিস্থিতিতে আমরা নিজেদেরকে হারিয়ে না ফেলি বরং ঈশ্বরের ওপর সবকিছু সমর্পণ করে সামনের দিকে এগিয়ে চলতে পারি ॥

স্ট্রেস (Stress) বা মানসিক চাপ ও নিরাময়ের উপায়

ব্রাদার লিটন জে রোজারিও সিএসসি

পারিবারিক ও সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি :

আমরা যখন কোন সমস্যায় পড়ি তখন নিজেকে পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে ও সমাজ থেকে দূরে রাখি এবং নিজের সমস্যা নিজেই বয়ে বেড়াই। এমন কি বন্ধু-বান্ধবের সাথে চলাফেরা বন্ধ করে দেই। এতে করে আমাদের শরীর, মনে ও আচরণের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়। তাই যখন কোন বিপদে বা সমস্যায় পড়ি, তখন তার বিপরীত কাজটা আমাদের বেশি করা উচিত। মানে হলো নিজেকে আড়াল না করে অন্যের সঙ্গে সহভাগিতা করা। সমস্যার সমাধান হবে না জেনেও আমরা যখন বিষয়টি নিয়ে অন্যের সাথে সহভাগিতা করতে পারি তখন আমাদের মনটা অনেকটা হালকা হয়। সামাজিক কাজে নিজেকে জড়িত করতে পারলে তখন নিজেকে আর একা মনে হয় না। সমস্যা সমাধান না হলেও মনের মধ্যে কিছুটা সাহস থাকবে এবং মনে হবে যে আমি একা নই। উদাহরণস্বরূপ, বৃষ্টির পানি যখন ফসলের জমিতে জমে থাকে তখন আমরা কি করি? পানি সরে যাওয়ার জন্য নালা কেটে দেই। আর এতে করে ফসল ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়। অন্যথায়, বৃষ্টির পানি ফসলের জন্য উপকারী হওয়া সত্ত্বেও জমে থাকার ফলে উপকারের চাইতে ক্ষতিই বেশি হয়। তাই একইভাবে নিজেদের সমস্যা নিজের মধ্যে চেপে না রেখে বিশ্বস্ত কারো সাথে বা পরিবারের সদস্যদের সাথে সহভাগিতা করলে নিজের মনে চাপ সৃষ্টি হওয়ার চেয়ে তা মোকাবেলা করার মত শক্তিও পাওয়া যেতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, প্রচণ্ডবেগে ঝড় আসলে বাগানে থাকা একটি গাছের উপর যে পরিমাণে চাপ পড়ে, বনের মধ্যে একসাথে অনেক গাছ একসঙ্গে থাকার কারণে গাছের উপর কিন্তু একই পরিমাণে চাপ পড়ে না। যদিও বাতাসের গতিবেগ একই থাকে। তাই সমস্যার সময় নিজেকে একা রাখার চেয়ে সমাজের অন্যদের সঙ্গে অথবা বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে নিজেকে বিভিন্নভাবে ব্যস্ত রাখতে পারলে মানসিক চাপ অনেকটা কমে আসে।

অযথা রাগ না করা বা রাগ চেপে না রাখা :

প্রকৃত কারণ প্রকাশ না করেই আমরা অনেক সময় অযথা রাগ করি। অনেক সময় দেখা যায় ব্যক্তিগত কারণে অযথাই কারও ওপর নিজের রাগ প্রকাশ করি। এমন কি, এমন আচরণ করে বসি যাতে করে একটি ভাল সম্পর্ক সারা জীবনের জন্য নষ্ট হয়ে যায়। আবার অনেক সময় যাচাই-বাছাই না করেই কারো কাছ থেকে নেতিবাচক কিছু শুনে বা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে ব্যক্তির উপর প্রচণ্ড রাগ করি। এমনকি ঝগড়া পর্যন্ত করি। পরবর্তীতে খোঁজ-খবর নিয়ে জানা যায় আমি যা শুনেছি বা সন্দেহ করেছি তা সঠিক ছিল না। তাই অযথা রাগ করার চাইতে, আগে যাচাই-বাছাই করে মানসিক অশান্তি বা চাপের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারি। অন্যদিকে, অনেকে রাগ প্রকাশ না করে নিজের মধ্যে পোষণ করে রাখে। তাই সেই রাগ আমাদের উপর একটি চাপ সৃষ্টি করে। যদি রাগের কারণটা যুক্তিসঙ্গত হয়, তাহলে সেটা মনের মধ্যে পোষণ না করে প্রকাশ করাটাই মঙ্গলজনক। তবে তার মানে এই নয়, যেখানে-সেখানে চিৎকার করে বা সবার সামনে ঝগড়া করে রাগ প্রকাশ করতে হবে। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে তা ঠিক করতে হবে। এমনকি বিষয়টি নিয়ে ব্যক্তির সঙ্গে আলাপের মাধ্যমেও নিজের রাগকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারি।

নিজেকে হাসি-খুশী রাখা :

নানাবিধ চাপের মুখে নিজেকে হাসি-খুশী রাখতে পারাটা একটি কঠিন কাজ। কিন্তু আমরা যদি এই কঠিন কাজটি করতে পারি। তাহলে আমরা নিজেকে অনেক শারীরিক ও মানসিক রোগ থেকে রক্ষা করতে পারি। যদিও আমাদের সমাজ বাস্তবতায় এটি একটি চ্যালেঞ্জপূর্ণ কাজ। যারা সারাক্ষণ হাসি-খুশী থাকে বা হাসতে পারে তাদেরকে অনেকেই প্রায়শই নানাভাবে হেয় প্রতিপন্ন করে। অনেকে তাদেরকে পাগলী বা পাগলা বলেও সম্বোধন করে। যদিও বাস্তবতায় দেখা গেছে এই সমস্ত হাসি-খুশী মানষগুলোই সুন্দর মনের হয়, শারীরিকভাবেও সুসাস্থ্যের ও আকর্ষণীয় হয় এবং দীর্ঘায়ু লাভ করে থাকে। তাই আমাদের হাসি-খুশী জীবন নানামুখি সমস্যার মধ্যেও নিজেকে সুরক্ষিত করতে পারে। বিশেষভাবে হৃদরোগসহ আরও অনেক জটিল রোগের হাত থেকে তারা নিজেকে অনায়াসে রক্ষা করতে পারে।

নিয়ন্ত্রণের বাইরের বিষয় নিয়ে অতি চিন্তা বা নিজেকে দোষারোপ না করা :

এই পৃথিবীর সবকিছু আমাদের নিয়ন্ত্রণের আওতাধীন নয়। যেমন: একজন ব্যক্তিকে কখনোই নিজের মতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। আর যখনই জোর তা করতে যাই, তখনই দেখা দেয় বিবাদ বা ভুল বুঝাবুঝি। প্রাকৃতিক দুর্যোগকে যেমন নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। তেমনি আমাদের জীবনেও কিছু কিছু বিষয় নিজ হাতে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। তা হতে পারে অসুস্থতা, প্রিয়জনের মৃত্যু, ব্যবসায়িক ক্ষতি, সম্পর্কে ফাটল, রাষ্ট্রের বড় ধরনের ক্ষতি। এগুলোর ওপর আমাদের পুরোপুরি হাত নেই। কিন্তু এই ধরনের ক্ষতি বা কষ্টের মধ্যদিয়ে আমাদের

যেতে হয়। তাই এসব বিষয়ে নিজেকে দোষারোপ না করে বরং নিজের জায়গায় থেকে যতটুকু ভালো করা তা করা উচিত। তাহলে আমাদের মনের ওপর চাপ কমবে। অনেক সময় প্রিয়জনের হঠাৎ মৃত্যুতে আমরা মেনে নিতে পারি না। আবার অনেকে প্রিয়জনের অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর জন্য নিজেকে দোষারোপ করে নিজেকেও অসুস্থতার পথে ঠেলে দেন। কিন্তু কখনোও বুঝতে চায় না যে, মৃত্যুর ওপর আমাদের হাত নেই। আর তার ফলে আমরা বেঁচে থেকেও মৃত ব্যক্তির মত জীবন-যাপন করি।

মনস্তাত্বিক আলাপ বা কাউন্সিলিং এর সহায়তা নেয়া :

আমাদের জীবনে আমরা সবকিছু নিজে সমাধান করতে পারি না। এমন কিছু বিষয় থাকে যা আমরা কারও সাথে সহভাগিতা করতে পারি না বলে সব সময় একটা মানসিক চাপে থাকি। আর দিনে-দিনে এধরনের দুশ্চিন্তা নিয়ে থাকাতে এক সময় অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমাদের কিছু-কিছু ‘সিদ্ধান্ত’ নিয়ে থাকি যা অত্যন্ত কঠিন। বুঝে উঠতে পারি না ঠিক কি করব। ইংরেজীতে যাকে বলে ‘ক্রস রোড’ (cross road) অর্থাৎ একাধিক রাস্তা। ঠিক বুঝে উঠতে পারি না কোন পথে যেতে হবে। আবার অনেক সময় ব্যক্তিগত সম্পর্কে ফাটল বা সম্পর্কে বিচ্ছেদ হলে আমরা নিজেকে নানাবিধ খারাপ পথে ঠেলে দেই। নিজের জীবনকে অর্থহীন মনে করে নেশার পথ বেছে নিই। যার ফলে আমাদের জীবন আরও কঠিন হয়ে ওঠে। তাই এই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হলে বা মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে একজন কাউন্সিলর (councelor) বা মনস্তাত্বিকের সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

ছাড়তে শিখার অভ্যাস করা :

ইংরেজীতে একটি কথা আছে, let it go অর্থাৎ প্রিয়জন, প্রিয় জিনিস হারানোর বেদনা যেতে দেওয়ার অভ্যাস করতে হবে। এগুলো সবসময় আমাদের চাপের মধ্যে রাখে। কোন কারণে প্রচণ্ড দুঃখ পেলেও আমরা মারাত্মকভাবে ভেঙ্গে পড়ি। জীবন মানেই সংগ্রাম, বেঁচে থাকার যুদ্ধ। সবকিছুকে আঁকড়ে ধরার ক্ষমতা সৃষ্টিকর্তা আমাদের দেননি। মানুষ হিসেবে আমাদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এটা দোষের কিছু না। তাই দুঃখকে আঁকড়ে না ধরে কিভাবে একে জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নেয়া যায় তা শিখতে হবে।

সুষম খাবার গ্রহণ :

খাদ্যের সঙ্গেও আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের একটি সুসম্পর্ক রয়েছে। অস্বাস্থ্যকর খাবার মুখরোচক হলেও এটি কিন্তু মন-মেজাজের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। তাই সুষম খাবার গ্রহণ করার মধ্যদিয়ে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে ঠিক রাখতে পারি।

জীবনের সবকিছু আমার ওপর নির্ভরশীল না হলেও, অনেক কিছুই অভ্যাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। তাই ব্যক্তি জীবনে একে-অপরের সহযোগিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে, আমার জীবনে পরিবেশ, পরিস্থিতি ও পরিবারের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। তাই সব কিছুকে সমন্বয় করে নিজের জীবনকে পরিচালিত করতে হবে। কোন একটা বিশেষ ব্যক্তি বা ঘটনার ওপর পুরো জীবনটা নির্ভর করে না। তাই অযথা মানসিক চাপ বৃদ্ধি করে নিজের জীবন বিপন্ন করার চাইতে সমাধানের পথ খোঁজাটা হবে বুদ্ধিমানের কাজ। আমরা দক্ষতা নিয়ে কেউ জন্মগ্রহণ করি না। প্রতিদিনকার ছোট অভ্যাসগুলিই আমাদের দক্ষতার পার্থক্য গড়ে দেয়॥

তথ্যসূত্র :

১. *Arusha, A.R., and Biswas, R. K., : Prevalence of stress, anxiety and depression due to examination in Bangladeshi youths: A pilot study, Published online 2020 Jul 18. doi: 10.1016/j.childyouth.2020.105254*

২.*https://my.clevelandclinic.org/health/articles/11874-stress*

৩. *রুডলপ, কানলাস, : ক্লাস এসেসমেন্ট, সাধারণ মনোবিজ্ঞান, ইউনিভার্সিটি অফ সান্তো টমাস, ২০২০।*

চতুর্দশ মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত গাব্রিয়েল টমাস পেরেরা
জন্ম : ২০ অক্টোবর, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৯ অক্টোবর, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ
চড়াখোলা (ফড়িং বাড়ি)
তুমিলিয়া মিশন।

‘আমি চিরতরে দূরে চলে যাব
তবু আমারে দেব না ভুলিতে’

প্রাণপ্রিয় বাবা,

তোমার স্বর্গধামে যাত্রার আজ চৌদ্দটি বছর পূর্ণ হলো। আমরা ভুলিনি তোমার মুখচ্ছবি-জীবনাচরণ, পারা যায়ও না ভুলতে। তুমিই তো আমাদের পৃথিবীর আলোর পথের দিশারী। যেথায় ছিল ঈশ্বরের অসীম ইচ্ছা। সেই ইচ্ছা যেন আমরা পূর্ণ করতে পারি। এই প্রার্থনায়

তোমার সন্তানেরা ও
স্ত্রীঃ কর্পুলা পেরেরা

বিপ/১৭৩/২০

ছন্দপতন

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

পুরো বিশ্বে যেভাবে করোনার দাপট বেড়ে চলেছে, সহসা এই দানবের থাবা থেকে মানুষ নিস্তার পাবে বলে আশা করা যায় না। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিদিন মারা যাচ্ছে শত-শত আক্রান্ত হচ্ছে, আবার সুস্থও হচ্ছে। তবে মৃত্যুর তালিকা বেড়েই চলছে। এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকাতে রেশ ঝেঁকে বসেছে করোনা। ওদিকে চীনের উহানে নাকি লকডাউন তুলে নিয়ে বাড়ি-ঘরে রাস্তায় আলোকসজ্জা করা হয়েছে। চীনারা ফূর্তিতে নাচানাচি করছে। পটকা-বাজি পোড়াচ্ছে। দেখ কাণ্ড! উহান থেকে সারা বিশ্বে করোনা ছড়িয়ে দিয়ে এখন তোরা করছিস নাচানাচি! এরাই হল চীনা! মিডিয়া ও সংবাদপত্রে তো ফলাও করে বলা হচ্ছে, এ করোনা চীনের পয়দা। ওরা ল্যাবে এটা বানিয়েছে। আমেরিকা ইউরোপকে ঘায়েল করতেই এটা করেছে ওরা। আবার বলা হচ্ছে, ইচ্ছাকৃত হোক আর অনিচ্ছাকৃত হোক এ ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে। এটা প্রাকৃতিক নয়। অনেক আগে জীবাণুঅস্ত্র নিয়ে অনেক মাতামাতি হয়েছিল। এই সেই জীবাণুঅস্ত্র করোনা। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তো বলেই ফেলেছেন, এটা চীনের দুরভিসন্ধি। অবশ্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রেসিডেন্ট বলেছেন, 'না' মি. ট্রাম্প! তুমি যা বলেছ, তা নয়। ক্ষেপে গিয়ে ট্রাম্প বলেছেন, তুমি মি. তেদরোস আধানোম গেব্রেয়াসুস বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক। মিয়া! তোমার উচিত ছিল ওই চীনরে ধরা। তা না করে তুমি তার পক্ষে সাফাই গাইছ! তা ছাড়া তুমি আমাদের আগে থেকে সতর্ক করনি। যাও। তোমার ফাণ্ডে আমি ডলার দিমু না। দেখি এইবার। আমেরিকা ছাড়া তোমার ডব্লিউএইচও চালাও কেমনে!

এখন দেখা যাচ্ছে, করোনার সাথে সারা বিশ্বে রাজনৈতিক উত্তেজনার ভাইরাসও ছড়িয়ে পড়ছে।

তো জাপান, জার্মান, যুক্তরাজ্য তারা আপ্রাণ চেষ্টা করছে করোনার ভ্যাকসিন অতি সত্ত্বর বাজারে আনতে। আমেরিকাও আদাজল খেয়ে লেগেছে। ভাবখানা এই, কে-কার আগে পারে বাজারে ভ্যাকসিন আনতে। ওদিকে চীনও ঘোষণা দিয়েছে, তারাই নাকি ভ্যাকসিন বানিয়ে দুনিয়া মাত্ করে দেবে। অনেকে বলাবলি করছে, এটা চীনার পূর্বপরিকল্পনা। রাজনীতি। ওরা আগেই সব তৈরি করে রেখেছে। শুধু সময়ের অপেক্ষা। বাংলাদেশের সাথে চীনার ভাল ভাব। তা প্রমাণ করতে সে মাস্ক, গ্লাভস আর পিপিইর চালান পাঠিয়েছে। বাংলাদেশ তুমি পরিস্থিতি সামাল দেও।

এপ্রিল মাস অবধি আমেরিকাতে আক্রান্ত হয়েছে ১০ লাখ ৩৫ হাজার ৭৬৫জন আর মৃত্যুবরণ করেছে ৫৯ হাজার ২৬৬জন। প্রতিদিনই আক্রান্ত ও মৃত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। দুই দশকের ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিনীদের নিহতের চেয়ে এ সংখ্যা বেশি। ভিয়েতনাম যুদ্ধে নিহত মার্কিনীদের সংখ্যা ছিল ৫৮ হাজার ২২০জন।

তো বন্দি অবস্থায় সারাক্ষণ এসব নিয়েই থাকতে হয়। টিভির বিভিন্ন চ্যানেলের খবরা-খবর আর ফেইসবুকে টুঁ মেরে, ফোনে, ম্যাসেঞ্জারে দেশে-বিদেশে আত্মীয়, বন্ধু-স্বজন ও পরিচিতদের সাথে আলাপে-আলাপে দিন কেটে যায়। এই বন্দিজীবন আর কত! মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। লকডাউন চলছে। তবে, এরই মাঝে বাইরে বেরুতে হয়। এপ্রিলের প্রথম থেকেই কাজ বন্ধ করে দিয়েছে শাওন। ডিসির হিল্টনে কাজ করে সে। মার্চের ৩০তারিখে ছিল তার রুম সার্ভিসের পালা। তিনশ এক নম্বর রুমের দরজা নক করলে এক বুড়ো ফর্সা ভদ্রলোক দরজা খুলে দেন। শাওন তার হাতে খাবারের প্যাকেট তুলে দেয় এবং রশিদে তার সই নিয়ে আসে।

পরের দিন তার ম্যানেজার শাওনকে ফোন করেন হোটেল থেকে।

-কেমন আছ শাওন?

-ওহ! চমৎকার! তা তুমি?

-হ্যাঁ। ভাল। ধন্যবাদ। শোন শাওন। কাল তুমি তিনশ সাতে গিয়েছিলে, তাই না?

-হ্যাঁ।

-শোন শাওন। আজ থেকে তুমি আর হোটেলের কাজে এসো না।

-তার মানে?

-আমার কথা শোন। তুমি আগামী দুই সপ্তাহ তোমার ঘরেই থাকবে।

-তার মানে কোয়ারেন্টাইন?

-আমি বলছি কি, তুমি এই সময়টাতে কোয়ারেন্টাইনেই থাক।

-হ্যাঁ। ওই ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন, তিনি জ্বর ও কাঁশিতে ভুগছেন। আমি সিকিউরিটিতে তা ইনফর্ম করেছিলাম।

-হ্যাঁ। ওই গেস্টের বয়স বাহাত্তর। সেই বুড়া বেচারা করোনা রোগি। নাইন ইলেভেনে কল দেয়া হলে লোকজন এসে সেই বুড়াকে করোনা রোগি হিসাবেই শনাক্ত করেছে। দেখ। বুড়ো করোনায় আক্রান্ত হয়ে নিজের পরিবার ও বাড়ি ছেড়ে হোটেলে এসে উঠেছেন ঝামেলা এড়াতে। তার পরিবারের কেউ করোনায় আক্রান্ত হোক এটা উনি চাননি। সে যাই হোক। তুমি বাবা কাল থেকে এসো না।

এক সপ্তাহ পর শাওন জানতে পারল তাদের হোটেল অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। শাওনের কলিগ বকুল তাকে ফোনে বলেছে। শাওন তার বসকে ফোন করেছে। উনি বলেছেন, ঘটনা সত্য। শাওন ইচ্ছা করলে আনএমপ্লয়মেন্টে দরখাস্ত করতে পারে। আর ইতোমধ্যে খবর চাউড় হয়ে গেছে, ট্রাম্প দুই ট্রিলিয়ন ডলার অনুমোদন করেছেন এই করোনাসংক্রান্তিতে আমেরিকার অধিবাসিদের নগদ আর্থিক সাহায্যের জন্য। শাওন হিসাব করেছে, সে তার নিজের, বউ আর দুই বাচ্চার জন্য সর্বমোট চৌত্রিশ'শ ডলার পাবে। তার বাবা-মা পাবে চব্বিশ'শ আর বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ভাইটি পাবে বারোশ ডলার। যাক বাবা! সবই সৃষ্টিকর্তার মহিমা!

এদিকে আমেরিকায় যেভাবে করোনা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে, পরিস্থিতি বেশ ঘোলাটেই হয়ে যাবে। ব্যাপকভাবেই ছড়িয়ে পড়ছে কোভিড-১৯। করোনার আক্রমণ এখন নিউইয়র্কেই বেশি। সেখানে এমন অবস্থা এখন দাঁড়িয়েছে, করোনা রোগি সামলাতে হাসপাতালগুলো, ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীরা হিমশিম খাচ্ছে। হাসপাতালের মর্গে লাশ রাখার জায়গা হচ্ছে না। এখন মাছ-মাংস সরবরাহকারী কুলিং সিস্টেম সম্বলিত ভ্যানগুলোতে লাশ রাখা হচ্ছে। হাসপাতালের বাইরে সারিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে ভ্যানগুলো। আমেরিকার অন্যান্য স্টেটের তুলনায় নিউইয়র্কে মৃত বাংলাদেশিদের সংখ্যা বেশি। এখানে বাংলাদেশি চিকিৎসকরাও করোনার সাথে লড়াই করে অবশেষে নিজের জীবন উৎসর্গ করে শহীদদের তালিকায় নিজের নাম সংযোজন করেছেন। পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ!

আরও উদ্বেগজনক বিষয় হল, ইতোমধ্যে বাঙালি কমিউনিটিতে অনেক মানুষ করোনায় মারা গেছেন। এখনও যাচ্ছেন। ডাক্তার, নার্স ও হাসপাতাল কর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে শাওন অনেক চিন্তিত। এ সময় তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন, তার তুলনা হয় না। এদেশে যারা হোটেল রেস্তোরাঁ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কাজ করে তারা অনেকেই এসময় ঘরে বসা। যারা গ্রোকারি বা স্টোরে কাজ করে; তারাও ইচ্ছা করলে কাজ বন্ধ করে ঘরে থাকতে পারছে। কিন্তু ওই হাসপাতাল কর্মীদের অবস্থা? করোনার এই দুর্যোগে তাদেরকে কাজে যেতেই হচ্ছে। কর্মস্থলে সারাক্ষণই করোনা

রোগিদের সেবা দিতে গিয়ে রীতিমত গলদঘর্ম হতে হচ্ছে। কিছু করার নেই তাদের! ইচ্ছা করলেই ঘরে বসে থাকার সুযোগ নেই তাদের।

শাওন বিপ্লবকে ফোন করেছিল কিছু গ্লাভস, মাস্ক আর সেনিটাইজার রাখতে। দোকানে এই আইটেমগুলো সহজলভ্য নয়। বিপ্লব সিবিএস ফার্মেসিতে সেলসম্যান হিসাবে কাজ করছে। বিপ্লব ওকে বলেছিল, তুমি আসো ভাই। আমরা ফার্মেসির কর্মীরা এখন বেশি করে এগুলো নিতে পারি না। তোমার যা দরকার, নিজে এসে নিয়ে যাও।

বিপ্লবও এখন বেশ ঝুঁকির মধ্যে কাজ করছে। করোনার রোগিরা নিজেরা এসে জিনিস কিনতে লাইনে দাঁড়ায়। গত সপ্তাহে এক পঞ্চাশোর্ধ ভদ্রলাক ঠাস করে ফ্লোরে পড়েই মরে গেল। হাসপাতালের মত ঔষধের দোকানেও করোনা পরিস্থিতি সামাল দিতে কর্মীদের হিমশিম খেতে হচ্ছে।

শাওন মোবাইলে চেক করে দেখল, তার ব্যাংক একাউন্টে মোট চৌত্রিশ'শ ডলার জমা হয়েছে! তার বাবা ও সৈকতের একাউন্টে ও তাই!

সৈকত মেরিল্যান্ড ইউনিভার্সিটির বাল্টিমোর ক্যাম্পাসে পড়াশুনা করছে কম্পিউটার সায়েন্সে। ওর ভার্সিটিও বন্ধ হয়ে গেছে। এখন অনলাইনে ক্লাশ আর পরীক্ষা চলবে। ওর বন্ধু তানভির তার মা-বাবার সাথে লং আইল্যান্ডে থাকে। সেও পড়াশুনা করছে। গত সপ্তাহে জানা গেল, তানভির, তার মা-বাবা সকলেই করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা তানভিরের বাবার। তার বয়স সত্তর ছুঁই-ছুঁই করছে। বছর দুই পূর্বে তার হার্টে পেসম্যাকার বসানো হয়েছে। ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপে তার যবুথবু ভাব। সকলের অবস্থা বেগতিক দেখে নাইন ইলেভেনে কল দিলে হেলথের লোকজন এসে তিনজনকেই ধরে নিয়ে যায়। হাসপাতালে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তানভির আর তার মা ছাড়া পায়। তবে তাদের ঔষধপথ্য ও নির্দিষ্ট নিয়মবিধি মেনে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকতে বলা হয়েছে। এবং তানভিরের সঙ্কটাপন্ন বাবাকে আইসিইউতে চালান করে দেয়া হয়েছে। কী দুরাবস্থা! তানভির তাদের পরিবারের চিত্র তুলে ধরে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে সবাইকে দোয়া করার রিকোয়েস্ট করেছে। সৈকত তো দিন-রাত তানভির-তানভির করছে। তার পড়শুনার ফাঁকে তানভিরের সাথে অনলাইনে কম্পিউটার গেম খেলে আর হৈচৈ করে। ফোনে চুটিয়ে আড্ডা দেয়। ক্লাসের ছুটিতে সময় পেলেই ড্রাইভ করে সোজা নিউইয়র্ক চলে যেত বন্ধুর সান্নিধ্যে। তানভির ও সুযোগ পেলে চলে আসত মেরিল্যান্ডে সৈকতের কাছে। আর এখন! করোনার এই দুসময়ে অনলাইনেই তাদের আড্ডা হত। সেই তানভির করোনায় আক্রান্ত। তানভির বলেছে, এই করোনা এনেছে তার মা-বাবা দুজনেই। তানভিরের বাবা ট্যাক্সি চালান। আর মা কাজ করেন একটি বৃদ্ধ নিবাসে। ট্যাক্সিতে যে করোনা রোগি আসে না তা কেউ হলফ করে বলতে পারে না। তানভিরের মায়ের কাজের জায়গায় করোনা শনাক্ত হয়েছে। তানভির বার-বার তার মা-বাবাকে সতর্ক করেছিল। দুজনকেই কাজ বাদ দিতে বলেছিল। তারা তার কথা শোনেনি শাওনের বাবা ডিসির ওয়াল মার্টে কাজ করেন। শাওন যেদিন তার কাজ বাদ দিল তার দুদিন পর থেকে তার বাবাকে কাজে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। বাবার বয়স এবার ষাটে পড়েছে। তার মাও পঞ্চান্ন পার করেছে। তাছাড়া, ঘরে আছে শাওনের ছয় বছরের মেয়ে এবং তিন বছরের ছেলে। শাওনের স্ত্রীও ডায়াবেটিসের রোগি। সব মিলিয়ে সেও আতঙ্কের মধ্যে আছে। এই অবস্থায় কতদিন থাকতে হবে তা একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই জানেন। গত দুই মাসের বাড়ি ভাড়া দেয়া হয়নি। এদিকে ক্রমেই ক্রেডিট কার্ডের লোন ব্যাল্যান্স বাড়ছে। এগুলো ভাবতে গেলে বুক থেকে দীর্ঘশ্বাস বেড়িয়ে আসে। সাতজনের জন্য মোটামুটি মাঝারি সাইজের বাড়ি হলেই আপাতত চলে। গত জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে বেশ কিছু বাড়িও দেখা হয়েছে। শিশুদের জন্য চাই ভাল স্কুল। সেই স্কুলের কাছাকাছি বাড়ি হলেই ভাল। গাড়ি যখন আছে। কাজের জায়গায় সময় নিয়ে যাওয়া তেমন সমস্যা হবেন না। আর এরই মাঝে করোনাভাইরাস সবকিছু উলট-পালট করে দিয়েছে। তার দুশ্চিন্তা, করোনাক্রান্তিতে বাড়ি আর কেনা হবে না দেখছি!

শাওনের চিন্তা, স্বাভাবিক জীবন চলার গতিতে বিশ্ববাসী সকলের যে ছন্দপতন হল তা থেকে বেরিয়ে আসতে আর কতদিন সময় লাগবে? কবে আবার সকলে আগের সেই মুক্ত আবাহনে ফিরে যাবে ॥

বাবা

সপ্তর্ষি

সবার অন্তরালে মা তোকে করেছি বড়
আবদারের যত বোঝা করেছি সহ্য
অভাবের আঁচড় লাগতে দেইনি কভু।

অনেক আদর-স্নেহ আর ভালবাসা দিয়ে
গড়তে চেয়েছি তোকে নিজের মতো করে
তুই আমার স্বপ্নের রাজকন্যা বলে।

ধীরে-ধীরে তুই হয়েছিস আজ অনেক বড়
চলতে পারিস নিজে যখন আমাকে ছাড়া
খেয়াল নেই কভু তোর বাবার বাঁচা-মরা।

নিরাপদ আশ্রয় তোর ছিলাম আমি একদিন
জীবন সায়হ্নে যখন
আমার নেই আশা-ভরসা
তখন হয়েছি আমি তোর চলার পথে বোঝা।

কল্পনাতে বেঁধেছি তোকে নিয়ে কত আশা
ছিন্ন-ভিন্ন করে দিলি মা আমার সব চাওয়া
আজ যেন হয়ে গেছে সব স্বপ্নের মত ছায়া।

চোখ বন্ধ করে আজ দেখ মা লতা
অনুভব কর দীর্ঘ নিশ্বাস নিয়ে একটা
আমি তো নই তোর কোন খারাপ বাবা॥

ভুল সংশোধনী

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সংখ্যা ৩৬-এর ১০ নং পৃষ্ঠায় নিচের ডান দিকের বিজ্ঞাপনে '০১৭৪৫১১৯১১৪' -এর স্থলে '০১৭১৫১১৯১১৪' পড়তে হবে। অনাকাঙ্ক্ষিত এই ভুলের জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

– সম্পাদক

দৃষ্টি আকর্ষণ

এবারে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যা ২০২০ নতুন আঙ্গিকে ও নতুনভাবে প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। বড়দিন সংখ্যা ২০২০'র জন্যে আপনার সুচিন্তিত লেখা, প্রবন্ধ, গল্প, ভ্রমণকাহিনী, কবিতা প্রভৃতি পাঠিয়ে দিন, **১৮ নভেম্বরের মধ্যে**।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
ই-মেইলে পাঠাবেন : wklypratibeshi@gmail.com

পোপ ফ্রান্সিসের নতুন সর্বজনীন পত্র “Fratelli tutti/All brothers/সকল ভাই-বোন” এর সার-সংক্ষেপ

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

গত ৩ অক্টোবর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ পোপ ফ্রান্সিস ইতালির আসিসি শহরে সাধু ফ্রান্সিসের কবর পরিদর্শন কালে “Fratelli tutti (English: All brothers) সকল ভাই-বোন” নামক সর্বজনীন পত্রটি স্বাক্ষর করেন এবং পরের দিন ৪ অক্টোবর আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের পর্বদিনে তা প্রকাশিত হয়। এ সর্বজনীন পত্রের উপ-শিরোনাম হলো- ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক বন্ধুত্ব। পোপ ফ্রান্সিসের এটি তৃতীয় সর্বজনীন পত্র। এর আগে তিনি বিশ্বাসের আলো, ‘লাউদাতো সি’- ‘তোমার প্রশংসা হোক’ নামে আরো দুটি সর্বজনীন পত্র লিখেন। ‘সকল ভাই-বোন’ সর্বজনীন পত্রে পোপ মহোদয় তুলে ধরেছেন যে, কোভিড-১৯ মহামারী সংকটে বিশ্ব একসাথে কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে। পত্রটির বিশেষ আহ্বান হলো যুদ্ধকে প্রত্যাখান করো আর মানব সংহতি ও ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি করো।

যারা তাদের সাধারণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে, সামাজিক জীবনে, রাজনীতি ও প্রতিষ্ঠানসমূহে আরো ন্যায্য ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ বিশ্ব গড়তে ইচ্ছা প্রকাশ করে তারা কি আদর্শগুলো নিয়ে স্পষ্টতরভাবে এগিয়ে যাবেন- সে বিষয়গুলোর উত্তর দিবে ‘সকল ভাই-বোন’ পত্রটি। মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার এই সর্বজনীন পত্রটির শিরোনাম নেওয়া হয়েছে সাধু ফ্রান্সিসের উপদেশের শব্দমালা থেকে, যেখানে তিনি সকলকে ভাই-বোন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এই পত্রটির লক্ষ্য হলো ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক বন্ধুত্বের প্রতি সর্বজনীন আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরা। পোপ মহোদয় জানান পত্রের পটভূমি হলো কোভিড-১৯ মহামারী যা এই পত্র লেখার সময় অপ্রত্যাশিতভাবে বিদ্যমান ছিল। তবে বিশ্বব্যাপী জরুরী স্বাস্থ্য পরিস্থিতি আমাদেরকে সাহায্য করেছে যে, কেউ বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবনের মুখোমুখি হতে পারে না কিন্তু এখন সত্যিই সময় এসেছে একক মানব পরিবারের স্বপ্ন দেখতে যেখানে আমরা সকলেই ভাই-বোন। পত্রটিতে ৮টি অধ্যায় রয়েছে।

১ম অধ্যায়: বিশ্ব জুড়ে কালো মেঘমালা

৮টি অধ্যায়ের প্রথমটি হলো একটি আবদ্ধ পৃথিবীর ওপর কালো মেঘ শিরোনামে, যেখানে সমসাময়িক যুগের অনেকগুলি বিকৃতির কথা তুলে ধরা হয়েছে; যেমন- গণতন্ত্র-স্বাধীনতা-ন্যায্যতা-সামাজিক সংগঠনের অর্থ ও ইতিহাসের বিকৃতি, স্বার্থপরতা, গণমঙ্গলের প্রতি উদাসীনতা, লাভ ও ফেলে দেওয়ার সংস্কৃতি প্রসারের যুক্তি, বেকারত্ব, বর্ণবাদ, দারিদ্র, অধিকারে বৈষম্য এবং দাসত্ব, পাচার, নারীদের ব্যবহার, গর্ভপাত এবং অঙ্গ পাচারের কথা তুলে ধরা হয়েছে। পোপ মহোদয় জোর দিয়ে বলেন, বৈশ্বিক এই সমস্যাগুলো সমাধানে বৈশ্বিকভাবে কাজ করতে হবে এবং

ভয়, একাকীত্ব ও অপরাধের কারণে আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদের যে দেয়াল সৃষ্টি হয় তা দূর করতে হবে।

২য় অধ্যায়: রাস্তায় অপরিচিতজন

জগতে অনেক অন্ধকার তথাপি ২য় অধ্যায়টি জোর দিয়েছে আলোকময় ব্যক্তিত্বে, যিনি আশার এক ধ্রুবতারা তিনি সেই দয়ালু শমরীয়। রাস্তায় এক অপরিচিতমুখ। সমাজের এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ যন্ত্রণাতে যা প্রকাশিত এবং যা দুর্বল ও ভঙ্গুরদের যত্ন নিতে অজ্ঞ। পূর্বস্থিত বদ্ধমূল ধারণা, ব্যক্তিগত স্বার্থ, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা জয় করে আমরা দয়ালু শমরীয়ের মতো অন্যের প্রতিবেশি হয়ে ওঠার আহ্বান পেয়েছি। যারা পিছিয়ে পড়েছেন, বিভিন্ন যন্ত্রণায় ভুগছেন তাদেরকে সুসংহত করে সকলের সাথে সত্যিকারভাবে অর্ন্তভুক্ত করতে আমরা সকলেই সহ-দায়িত্বপ্রাপ্ত। ভালবাসা সেতুবন্ধন তৈরি করে এবং আমরা ভালবাসার জন্য সৃষ্ট হয়েছি। পোপ মহোদয় আরো বলেন, খ্রিস্টানগণ প্রত্যেকজন বঞ্চিত মানুষের মুখাবয়বে খ্রিস্টের উপস্থিতির স্বীকৃতি দিবে।

৩য় অধ্যায়: একটি উন্মুক্ত দর্শন/দৃষ্টি

সক্ষমতার নীতির একটি সর্বজনীন ধারা অনুসারে ভালবাসার কারণে উন্মুক্ত বিশ্বের কল্পনা ও বিবেচনা করা যায়- এ বিষয়টি ৩য় অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে। এ অধ্যায়ে পোপ ফ্রান্সিস আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন নিজের আমিত্ব থেকে বেরিয়ে গিয়ে অন্যের মাঝে নিজের অস্তিত্বের সম্পূর্ণতা খুঁজে পেতে। নিজের বাহিরে যেতে। দয়াকাজের গতিশীলতা অনুসারে আমাদেরকে অন্যের কাছে উন্মুক্ত হতে হয় যা সর্বজনীন পরিপূর্ণতার দিকে মনোনিবেশ করতে আমাদেরকে সহায়তা করবে। এ সর্বজনীন পত্রের পটভূমি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, একজন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক জীবনের পরিমাপক হলো ভালবাসা, যা সর্বদা প্রথম স্থানে থাকে এবং অন্যের মঙ্গল খুঁজতে একজনকে পরিচালিত করে এবং স্বার্থপরতা থেকে দূরে রাখে। সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের ধারণা পরিবারের মধ্যেই শুরু হয় এবং শিক্ষার মধ্যদিয়ে তা সুরক্ষিত ও স্থিত হয়। সকলেরই মর্যাদা নিয়ে জীবন-যাপন করার অধিকার আছে। অধিকারের যেহেতু কোন সীমারেখা নেই, সেহেতু কাউকেই অধিকার বঞ্চিত করা যাবে না। সে যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে পোপ মহোদয় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নৈতিকতার বিষয়টি বিবেচনা করতে বলেছেন। কেননা প্রত্যেকটি দেশই বিদেশীদের জন্যও বটে এবং দেশের দ্রব্যসামগ্রী অভাবগ্রস্তদের সাথে সহভাগিতা করতে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। সুতরাং ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বাভাবিক অধিকার দ্রব্যসামগ্রীর সর্বজনীন গন্তব্যের কাছে গৌণ হবে। বিদেশী ঋণের উপর বিশেষ আলোকপাত করেছে এই সর্বজনীন পত্রটি।

৪র্থ অধ্যায়: বিশ্বের জন্য উন্মুক্ত হৃদয়

সমগ্র বিশ্বের জন্য উন্মুক্ত হৃদয় শিরোনামে অভিবাসন এই অধ্যায়ের মূল বিষয়। অভিবাসীদের জীবন ঝুঁকিতে রয়েছে; যুদ্ধ থেকে পলায়ন, নির্যাতন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, পাচার, মূল গোত্র থেকে উচ্ছেদ এবং বিশেষ কারণে অভিবাসনের স্বীকার ব্যক্তিদেরকে স্বাগত জানানো, রক্ষা ও সমর্থন করে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। নিজ দেশে মর্যাদার সাথে বসবাস করার বাস্তবধর্মী সুযোগ সৃষ্টি করে অপ্রয়োজনীয় অভিবাসন এড়ানো নিশ্চিত করা দরকার বলে অভিমত প্রকাশ করেন পোপ মহোদয়। তবে একইসাথে, অন্য কোথাও আরো ভালো জীবন লাভের অধিকারকে আমাদের সম্মান করতে হবে। অভিবাসীপ্রাপ্ত দেশগুলোতে দেশের নাগরিকদের অধিকার সুরক্ষা এবং অভিবাসীদের স্বাগত ও সহায়তা দানের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করতে হবে। বিশেষত যারা গুরুতর মানবিক সঙ্কটে পড়ে জীবন বাঁচাতে পালিয়ে এসেছেন তাদের জন্য ভিসা প্রদান সরল করা, মানবিক করিডোর খোলা, আবাসন এবং প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলো নিশ্চিত করা, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, পরিবারের সাথে পুনর্মিলনের ব্যবস্থা করা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা দরকার। সর্বোপরি, দরকার একটি গ্লোবাল প্রশাসন; যা অভিবাসনের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা দিয়ে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে মানুষের উন্নয়নের সহায়ক হবে। -(চলবে)

সততার পুরস্কার ‘মিষ্টি’

ব্রাদার নির্মল ফ্রান্সিস গমেজ সিএসসি

ফ্রান্সিস পোস্ট এসএসসি কোর্স শেষ করে দিনাজপুর থেকে ফিরেছে মাত্র। নিজেদের মিশন ক্যাম্পাস দিয়েই তাকে বাড়ি যেতে হবে। ভাবলো, বাড়ি যাবার আগে বাবার সাথে দেখা করে এসএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট জানিয়ে যাবে, তাই পাশের প্রাথমিক স্কুলে ঢুকলো বাবার সাথে দেখা করতে। তার বাবা ঐ স্কুলেরই প্রধান শিক্ষক। প্রধান শিক্ষকের রুমে বাবা ছিলেন, ফ্রান্সিস দেখা করে আশীর্বাদ নিলে, বাবা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “পাশ করেছো?” ফ্রান্সিস আস্তে করে বললো ‘হু’। বাবা তাকে জিজ্ঞেস করলেন না কোন বিভাগে পাশ করেছো, এতে ফ্রান্সিস অবাক হয়ে গেল। বাবা তাকে ঐ রুমে বসতে বলে, স্কুলের একজন কর্মী ও হাতে একটা বালতি নিয়ে বাজারের দিকে চলে গেলেন। বাজারটা স্কুল থেকে দুই মিনিটের পথ। ফ্রান্সিসের টেনশন হচ্ছিলো, তার রেজাল্ট বেশি ভালো হয়নি। বসে ভয়ে-ভয়ে ভাবছে, সব টিচারদের সামনে যদি জিজ্ঞেস করেন, কোন বিভাগে পাশ করেছো; তখন কি বলবে সে। টেনশনে ফ্রান্সিসের শরীর ঘামছিলো। ফ্রান্সিস দশম শ্রেণি থেকেই ব্রাদার হবার জন্য গঠনগৃহে থাকা শুরু করেছে। এসএসসি’র পর তিন মাসের কোর্স করার জন্য সে গিয়েছিল দিনাজপুরে। এই প্রথম বাড়ির বাইরে এত দূরে কোথাও যাওয়া এবং থাকা। রেজাল্ট দেওয়া হয়েছে সেইদিন থেকে আরো পাঁচদিন আগে। তখনতো মোবাইল ফোন ছিল না, আর ল্যান্ড ফোন থেকে কল করে জানানোও সম্ভব ছিল না কারণ তার এলাকায় ল্যান্ড ফোনের ব্যবস্থা ছিল না। রেজাল্ট দেওয়ার তিনদিন পর তার কোর্স শেষ করে সে চতুর্থদিন রওনা হয়েছে দিনাজপুর থেকে। পঞ্চমদিন সকালে ঢাকার নটর ডেম কলেজ ক্যাম্পাসে ম্যাথিস হাউজের পরিচালক সকালে নাস্তার পর ডেকে নিয়ে সকলের রেজাল্ট জানিয়ে এক সপ্তাহের জন্য ছুটি দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

বেশ কিছুক্ষণ পরে বাবা বাজার থেকে ফিরে এলেন, একটু পরেই স্কুলের টিফিনের ঘণ্টা বাজলো। টিচারগণ একে একে ক্লাস থেকে টিচার্সরুমের দিকে আসছেন। ফ্রান্সিসের ভয় আরো বেশি বেড়ে যেতে লাগলো, তারাওতো জিজ্ঞেস করে বসতে পারেন, ‘কোন ডিভিশন পেয়েছো’। শিক্ষকগণ রুমে আসতেই বাবা ফ্রান্সিসকে নিয়ে শিক্ষকদের রুমে গেলেন। সব শিক্ষকই তাকে চিনতে পারলেন কারণ ফ্রান্সিস এই স্কুলেই পড়াশুনা করেছে মাত্র কয়েক বছর আগে। বাবা শিক্ষকদের উদ্দেশে বললেন, “আজ আমি অনেক খুশী ফ্রান্সিসের জন্য, তাই সবার জন্য এক বালতি মিষ্টি নিয়ে এলাম, আমরা সবাই পেট ভরে খাব”। শিক্ষকগণ কারণ জানতে চাইলেন কিন্তু বাবা বললেন, “আমরা আগে মিষ্টি খাবো, তারপর আমি সবাইকে বলবো, কেন এই মিষ্টি”। ফ্রান্সিসের টেনশনের শেষ নেই, তবুও নিজের শিক্ষকদের কথায়, তাদের সামনে, অনেক হাসি-ঠাট্টার মাঝে, নিজেও দু-একটি মিষ্টি খেয়ে নিলো। ইতোমধ্যে, বেশ কয়েকজন শিক্ষক ফ্রান্সিসকে জিজ্ঞেস করে ফেলেছেন, তুমি পাশ করেছো? ফ্রান্সিস আবার মাথা নিচু করে উত্তর দিল ‘হু’।

সকলের খাবারের পালা শেষে শিক্ষকগণ বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, “স্যার ও কোন বিভাগ পেয়েছে” বাবা বললেন, “শুনুন, সে পাশ করেছে বা ভালো বিভাগ পেয়েছে, সেই জন্য আমি আপনাদের মিষ্টি খাওয়াইনি”। শিক্ষকগণ আরো কৌতুহলের সাথে তার বাবার কাছে জানতে চাইলেন, “তবে কেন মিষ্টি?” তিনি তাদের বললেন, “ফ্রান্সিসের এসএসসি পরীক্ষার সময় একদিন আমি আর তার মা দশ মাইল দূরে তার কেন্দ্রে গিয়েছিলাম, সেখানে গিয়ে নকলের যে ছড়াছড়ি আর বহিষ্কারের যে লজ্জাজনক সংখ্যা দেখেছি, আমি সত্যি টেনশনে ছিলাম আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি, ফ্রান্সিস ফেল করলেও অসুবিধা নেই তবু সে যেন অন্যদের মত নকল করে ধরা খেয়ে আমার মাথাটা না কাটে।” সকলে অবাক হয়ে শুনছিলেন। বাবার কথা শুনে ফ্রান্সিসের চোখে তখন জলে ছল-ছল করছিল। তিনি বললেন, “সে কোন বিভাগে পাশ করেছে আমি জানতে চাইনি, শুধু জিজ্ঞেস করেছি সে পাশ করেছে কিনা। সে পাশ না করলেও আমি খুশী হতাম আর আপনাদের মিষ্টি খাওয়াতাম, কারণ সে নকল করে আমার মান-সম্মান নষ্ট করেনি।” এরপর শিক্ষকগণ ফ্রান্সিসের কাছে এসে মাথায়, গালে, মুখে হাত বুলিয়ে অনেক আশীর্বাদ করলেন।

কিছুক্ষণ পরে বিদায় নিয়ে ফ্রান্সিস বাড়ির দিকে রওনা হলো। বাবার খুশীতে সেদিন সে নিজেও অনেক খুশী ছিল। সেইদিন থেকে ফ্রান্সিস বুঝতে পারলো, সন্তান সততার সাথে পিতা-মাতার সম্মান রক্ষা করে চললে পিতা-মাতা কতটা খুশি হন। ফ্রান্সিস এখন অনেক বড় হয়েছে, কিন্তু সেই কথাটি মনে রেখে জীবনে কখনো অসৎ পথে কিছু অর্জন করার চেষ্টা করেনি॥

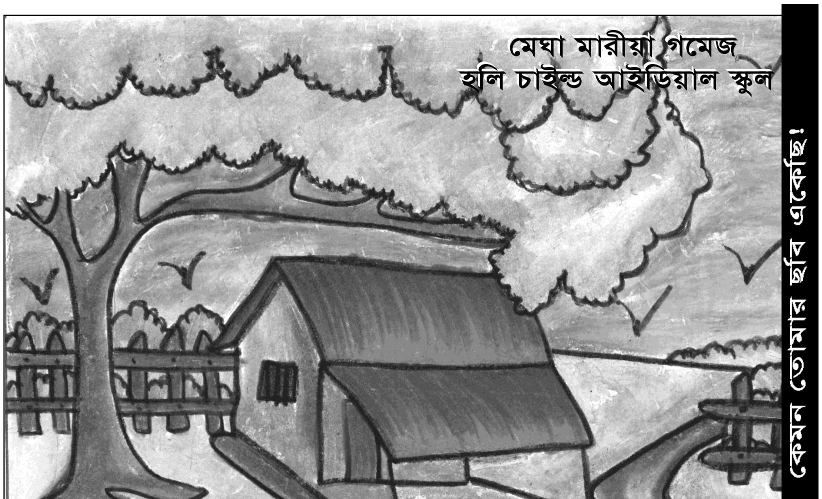

খাগড়াছড়িতে খ্রিস্টীয় পরিবারে ক্রুশ বিতরণ

ফাদার রবার্ট গনসালভেছ : গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দে ইটছড়িতে সাধু পৌলের গির্জায় প্রতিটি পরিবারের গৃহকর্তার হাতে আশীর্বাদিত ক্রুশ তুলে দেওয়া হয়। এরপর খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। খ্রিস্টযাগের উপদেশে ফাদার রবার্ট বলেন, ভক্তি ভালবাসায়, অনুগ্রহ শান্তি ও দয়া কৃপা আশীর্বাদ লাভের শুভ কাজে পবিত্র ক্রুশ হল শক্তি, সাহস, উৎসাহ, নবউদ্দীপনা ও চলার পথের পাথেয়। এরপর ফাদার রবার্ট গনসালভেছ পবিত্র জল সিঞ্চন করে ক্রুশ আশীর্বাদ করেন। এনস্লেম কুইয়া সহভাগিতায় বলেন, যিনি স্বপ্রণোদিত হয়ে আমাদের পরিবারের দীর্ঘদিনের ইচ্ছা পূরণ করেছেন। আমরা তাঁর হৃদয়গ্রাহী ভালবাসার ও পাহাড়ী খ্রিস্টীয় সমাজের জন্য প্রশংসা করি। পরিশেষে, ফাদার ক্রুশের ব্যবহারের মধ্যদিয়ে পরিবারে আধ্যাত্মিক শক্তি, নব চেতনা, ও বিশ্বাসের বিস্তার ও বাণীপ্রচারে নবজাগরণের আহ্বান জানান। উক্ত অনুষ্ঠানে কিছু সংখ্যক পরিবার উপস্থিত ছিলেন॥

তুইতালে সাধু ভিনসেন্ট ডি' পলের পর্বোৎসব

ডিকন লেনার্ড রোজারিও: ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ সোমবার, পবিত্র আত্মা ধর্মপল্লী, তুইতালে সাধু ভিনসেন্ট ডি'পল সোসাইটি'র উদ্যোগে সাধু ভিনসেন্ট ডি'পলের পর্ব উদ্‌যাপন করা হয়। পর্বের আধ্যাত্মিক প্রস্তুতিস্বরূপ তিনদিনের বিশেষ খ্রিস্টযাগ করা হয়। পর্বদিনে বিকাল ৪টার পর্বীয় খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার পংকজ প্লাসিড রড্রিক্স। সাধু ভিনসেন্ট ডি'পলের ছবিতে মাল্যদান, প্রদীপ প্রজ্বলন ও ধূপারতির মধ্যদিয়ে খ্রিস্টযাগ আরম্ভ করেন পাল-পুরোহিত। উপদেশে ফাদার সাধু ভিনসেন্ট ডি'পলের সেবার জীবনের বিশেষ গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আমরা প্রত্যেকেই এই জীবনে দরিদ্রদের সেবা ও সহযোগিতা করতে পারি। আমাদের মধ্যে সেবার মনোভাব থাকা আবশ্যক। আমরা যদি প্রয়োজন অনুসারে কাউকে সেবা না করি, তাহলে সেবা করার যে আনন্দ সে আনন্দ আমরা কেউ উপলব্ধি করতে পারব না। কিভাবে আমরা সেবা করতে পারি সে আদর্শ আমাদের দেখিয়ে গিয়েছেন সাধু ভিনসেন্ট ডি'পল।" পরে ক্ষুদ্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলের জন্য জলযোগের ব্যবস্থা করা হয়। শেষে ধর্মপল্লীর সাধু ভিনসেন্ট ডি' পল সোসাইটির বর্তমান সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে পর্বীয় কর্মসূচি শেষ করেন।

হারবাইদ গ্রামে প্রবীণ ও প্রতিবন্ধীদের মিলন মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদক: গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দে ভাদুন ধর্মপল্লীর অন্তর্গত হারবাইদ উপধর্মপল্লীতে হারবাইদ খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর আয়োজনে স্থানীয় ৭০ উর্ধ্ব প্রবীণ এবং শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ভাই-বোনদের নিয়ে এক মিলন মেলা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হলি ক্রস ফ্যামিলি মিনিষ্ট্রিস এর বর্তমান পরিচালক ফাদার রুবেন ম্যানুয়েল গমেজ সিএসসি। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হারবাইদ খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর ভাইস চেয়ারম্যান সিলভিয়া রোজারিও। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হারবাইদ ক্রেডিট এর চেয়ারম্যান পবিত্র ফ্রান্সিস কস্তা ও সেক্রেটারী তাপস এস কস্তাসহ আরও অনেকে। ফাদার তার বক্তব্যে বলেন, যিশু মঙ্গলসমাচারে অনেক প্রতিবন্ধী ভাই-বোনদের সুস্থ করেছিলেন এবং তিনি আপনাদেরও ভালোবাসেন। সিলভিয়া রোজারিও বলেন, প্রতিবন্ধকতা কখনো শরীরের হয় না, প্রতিবন্ধকতা হয় আমাদের মনের।

এরপর চেয়ারম্যান পবিত্র এফ কস্তা বলেন, আপনাদের সবাইকে আমাদের মাঝে পেয়ে আমরা আনন্দিত, আমরা ভবিষ্যতেও আপনাদের নিয়ে অনুষ্ঠান করার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রবীণদের মধ্যে আগ্নেস পিরিচ বলেন, আমরা আনন্দিত কেননা আপনারা আমাদেরকে নিয়ে কিছু একটা করেছেন যা আগে হয়নি। ভবিষ্যতে আরো বড় পরিসরে মিলন মেলা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে উক্ত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ৩০জন প্রবীণ এবং ৯জন প্রতিবন্ধী ভাই-বোন অংশগ্রহণ করে ॥

জাফলং ধর্মপল্লীতে জপমালা রাণীর মাসের উদ্বোধন

যোশুয়া খংস্লিং: ১ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, জপমালা রাণীর মাসের উদ্বোধন করা হয়। এতে ১ জন ফাদারসহ ৬৫ জন খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যা ৬টায় জপমালা প্রার্থনার মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। জপমালা প্রার্থনার পর ওয়েলকাম লম্বা জপমালা প্রার্থনার গুরুত্ব, ইতিহাস এবং প্রার্থনার ফল সম্পর্কে সহভাগিতা করেন। পরে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন জাফলং ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা। তিনি তার উপদেশে জপমালার মাহাত্ম্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন। বলেন-জপমালা হল বিরাট এক শক্তি। মন্দতাকে জয় করার বিরাট অস্ত্র। সর্বদা আমরা যেন জপমালা প্রার্থনা করি ও অন্যদেরকেও জপমালা প্রার্থনা করতে উৎসাহিত করি। নিয়মিত জপমালা প্রার্থনা করার মাধ্যমে আমাদের জীবনের অন্ধকারময়তা দূরীভূত হয় এবং জীবন আলোকময় হয়ে ওঠে। খ্রিস্টযাগের পর জাফলং ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত সবাইকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। রাত ৮টায় অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘটে ॥

সেন্ট গ্রেগরীস হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজে শিক্ষক সেমিনার

সুমন লেনার্ড রোজারিও: গত ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, বুধবার সেন্ট গ্রেগরীস হাই

স্কুল অ্যান্ড কলেজের সকল শিক্ষক, অফিস স্টাফ ও ব্রাদারদের উপস্থিতিতে “প্রকৃতি ও পরিবেশ শীর্ষক মূল বিষয়ের ওপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি, আর্চবিশপ, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ এবং চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কাথলিক শিক্ষা বোর্ড। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সেন্ট জন ভিয়ান্নী হাসপাতালের নির্বাহী পরিচালক এবং প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডির চেয়ারম্যান ফাদার কমলকোড়াইয়া। জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনার মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অতপর বৃক্ষ দিয়ে অতিথিদের বরণ করে নেওয়া হয়। এরপর মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলন করেন অতিথিবৃন্দ ও অত্র প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ব্রাদার প্রদীপ প্লাসিড গমেজ সিএসসি। শুভেচ্ছা বক্তব্যে ব্রাদার নির্মল ফ্রান্সিস গমেজ সিএসসি সেমিনারে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। ফাদার কমল কোড়াইয়া তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে শিক্ষা এবং শিক্ষক সম্পর্কিত আলোচনা তুলে ধরেন। সেমিনারের মূল বক্তা কার্ডিনাল মহোদয় প্রকৃতি ও পরিবেশের ওপর তাঁর সহভাগিতা রাখেন। তিনি বলেন, আমরা সবাই একের সাধনা করছি, একের সেবা করছি। তিনি শিক্ষকদের উদ্দেশে বলেন, শিক্ষার্থীদের পড়ানোর উদ্দেশ্য যেন হয় মৌলিক গুণ অর্জন, যাতে শিক্ষার্থীরা আরও বেশি মানবিক হয়ে উঠতে পারে। তিনি শিক্ষকদের “মানুষ গড়ব মানবিকতায়” এই মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি ‘প্রকৃতি ও পরিবেশ’ সম্পর্কে আলোকপাত করে বলেন, সবাইকে আবাসগৃহের যত্ন নিতে হবে। মানুষের উচিত সৃষ্টিকর্তার মতো সৃষ্টিকে দেখাশোনা, যত্ন নেওয়া এবং তা করতে হবে বিশ্বস্ত কর্মচারীর মতো। ৪ লক্ষ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং এর সফল বাস্তবায়নের আহ্বান জানান। পরিশেষে, ব্রাদার প্রদীপ সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

পবিত্র ক্রুশ সংঘে প্রতিপালিকার পর্ব উদযাপন এবং কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও'কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

নয়ন যোসেফ গমেজ সিএসসি: গত ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, মঙ্গলবার বিকালে পবিত্র ক্রুশ সংঘের প্রতিপালিকা শোকার্তা জননী মারীয়ার পর্ব মহাসমারোহে

রামপুরা মরো হাউজে উদযাপন করা হয়। পর্বোপলক্ষ্যে উন্মুক্ত প্রার্থনা করা হয়। এরপর বিকাল ৪টা হতে ৫:৩০ মিনিট পর্যন্ত তার জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও বিষয় সম্পর্কে সহভাগিতা করেন কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও। সন্ধ্যায় পর্বীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও। খ্রিস্টযাগের শুরুতেই শোকার্তা জননী মারীয়ার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন কার্ডিনাল ও পবিত্র ক্রুশ যাজক সংঘের প্রদেশপাল ফাদার জেমস ক্লেমেন্ট ক্রুশ সিএসসি। অতপর মা মারীয়ার প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ প্রজ্বলন করেন প্রদেশপাল ও পবিত্র ক্রুশ সাধনা গৃহের পরিচালক ফাদার প্রশান্ত নিকোলাস ক্রুশ সিএসসি। খ্রিস্টযাগের উপদেশে কার্ডিনাল বলেন, আমাদের প্রতিষ্ঠাতা ধন্য বাসিল আন্তনী মেরী মরো পবিত্র ক্রুশ সংঘকে শোকার্তা জননী মারীয়ার নিকট উৎসর্গ করেছেন; যাতে মা মারীয়ার আদর্শে আমাদের সংঘের ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারদের মধ্যদিয়ে মণ্ডলীর ঐক্য প্রকাশ পায়; প্রকাশ পায় পুণ্য পরিবারের ভালবাসা ও মিলন। তিনি পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের বাণী স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, পোপ মহোদয় আমাদের বার-বার বলছেন, তোমরা আনন্দ কর; কেননা মঙ্গলসমাচার আনন্দময়। তোমরা শোকার্ত হলে জগতও শোকার্ত হয়ে যাবে। তাই তোমরা আনন্দ কর, যেন জগতটাও আনন্দময় হয়ে ওঠে। খ্রিস্টযাগের পর কার্ডিনাল মহোদয়কে বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান শেষে প্রীতিভোজের মধ্যদিয়ে পর্বোৎসবের সমাপ্তি হয়। এই পর্বোৎসবে ২৫ জন ফাদার, ১ জন ডিকন এবং স্কলাস্টিক ও সেমিনারীয়ানগণ উপস্থিত ছিলেন ॥

বর্ষ ৮০ ❖ সংখ্যা- ৩৭
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রকাশনার গৌরবময় ৮০ বছর সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

৪র্থ মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত স্মৃতি মার্গারেট রোজারিও (মাস্টার বাড়ি, কাশিনগর)
জন্ম : ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১১ অক্টোবর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ
টামির বাড়ি, বড়গোল্লা, ঢাকা

তোমার চিরবিদায়ের চতুর্থ বছরে, আমরা ভালবাসা ভরে তোমাকে স্মরণ করছি। আমাদের জন্য তুমি ছিলে সরলতা, ভালবাসা ও ধৈর্যের অফুরন্ত উৎস। তুমি সর্বদা আমাদের আশীর্বাদ কর এবং প্রার্থনা করি তোমার সাথে যেন আমাদের মরণের পর স্বর্গস্থান লাভ করতে পারি।

শোকার্ত চিত্তে তোমারই প্রিয়জনেরা
স্বামী : এডওয়ার্ড রোজারিও
ও
সন্তানেরা
লতা ভিক্টোরিয়া রোজারিও (মেয়ে)
শশি জেমস্ রোজারিও (ছেলে)

বিজ্ঞ/১৭১/২০

অনন্ত জীবনে একটি বছর

স্বপ্না ম্যাগ্‌ডেলিন পেরেরা
জন্ম: ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৫ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

— ঠিকানাঃ —
যাকোব মাস্টারের বাড়ি
পুরাতন তুইতাল, তাসুল্লা, বাংলাবাজার, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

সময় কখনো থেমে থাকে না, তবুও কারো-কারো জীবনে, কোন-কোন পরিবারে থেকে যায় বিয়োগ বেদনার অন্তহীন দীর্ঘশ্বাস! স্বপ্না ম্যাগ্‌ডেলিন পেরেরা এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে তার একান্ত আদরের সন্তান, প্রিয়তম স্বামী আর অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন রেখে স্বর্গবাসী হয়েছেন। সময়ের ঘূর্ণিচক্রে চলে গেছে একটি বছর, রয়ে গেছে মাতৃহারা সন্তানদের হৃদয়ের অব্যক্ত কান্না আর প্রিয়তম জীবন সাথীর নীরবে-নিভৃতে অশ্রু বিসর্জনের হাহাকার! সবার মনেই একটি আকুল নিবেদন, পরম পিতার সদনে যেন তাদের একান্ত প্রীতিভাজন স্বপ্না থাকে পরম সুখে। আসুন আমরা সবাই পরম পিতা পরমেশ্বর, আমাদের সকলের মাতা মারীয়া এবং প্রভুযিশু খ্রিস্টের চরণে মিনতি করি যাতে তিনি অনন্ত জীবনে থেকে এই ধরাধামে আমরা যারা রয়েছি তাদের মঙ্গল কামনায় অবিরত থাকেন প্রার্থনারত।

কামনায় -
শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

স্বামী : জর্জ রঞ্জিন পেরেরা
বড় ছেলে : প্রয়াস পেরেরা
ছোট ছেলে : প্রতাপ পেরেরা
মেয়ে : সিস্টার মেরী ভেলেন্টিনা, এসএমআরএ (প্রথমা পেরেরা)
ও শোকাহত পরিবার পরিজন

বিজ্ঞ/১৭০/২০

বর্ষ ৮০ ❖ সংখ্যা- ৩৭
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 37

Regd. No. DA-33

❖ 11 - 17 October, 2020, ২৬ আশ্বিন - ২ কার্তিক, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

বিদায়ের ছয়টি বছর

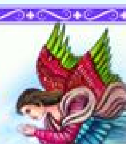

"আমিই পুনরুত্থান ও জীবন। যে আমার উপর বিশ্বাস করে, সে মরলেও জীবিত হবে।" *(যোহন ১১:২৫)*

দেখতে দেখতে **ছয়টি বছর** পেরিয়ে গেল। **গত ১২ অক্টোবর, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ** এন মল্লিক বাস এক্সিডেন্টে আমাদের প্রাণপ্রিয় লাবণ্য মিউরেল গমেজ (পাখি), পৃথিবীর মোহ-মায়া ত্যাগ করে পাড়ি জমিয়েছেন স্বর্গরাজ্যে, প্রভুর সান্নিধ্যে।

তুমি ছিলে, তুমি আছো, তুমি থাকবে চিরদিনই আমাদের অন্তরে। মনে হয় এইতো তুমি আছো আমাদের সবার হৃদয়-মন্দিরে। তোমাকে ভুলতে চাইলেও কি ভোলা যায়?

আমরা সবাই তোমার শূন্যতা, তোমার স্মৃতি মনে-প্রাণে সর্বক্ষণ অনুভব করি। তুমি যে রেখে গেছ সুন্দর করে সাজিয়ে তোমার খেলার সব পুতুল ও আসবাবপত্র। তোমারই সেই স্নেহ-মাখা কথা, হাসি সব স্মৃতিই আমাদের সর্বক্ষণ মনে করিয়ে দেয়।

আমরা বিশ্বাস করি, তুমি স্বর্গের দূত। পিতা পরমেশ্বর তোমাকে তাঁর শ্বাশত রাজ্যে স্থান দিয়েছেন। আমাদের জন্য তুমি স্বর্গীয় আশীর্বাদ প্রদান কর, যেন একদিন তোমার সাথে প্রভুর রাজ্যে মিলিত হতে পারি।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে, সকলের প্রার্থনা কামনা করছি–

বাবা : স্বপন গমেজ খাঁ
মাতা : সুমিতা গমেজ খাঁ
দিদি : মেরি ট্রিজা গমেজ (অমৃতা)
ঠাকুর মা-ঠাকুর দাদা, নানা-নানী, কাকা-কাকীমা, মামা-মামী, মাসী-মেসো।

লাবণ্য মিউরেল গমেজ (পাখি)
জন্ম : ২২ মে, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১২ অক্টোবর, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
যোসেফ খাঁর বাড়ি, ছোটগোল্লা, গোল্লা ধর্মপল্লী, ঢাকা।

বিজ্ঞ/১৩৪/২০

প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব 'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেওয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশীর বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যার জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি, দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যার বিজ্ঞাপন হার :-

আর দেরি নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

শেষ কভার (চার রঙ) বুক্‌ড	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো	৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো	২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো	১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো	১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশে (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো	৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য

বিজ্ঞাপন বিভাগ
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫ E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮ ৫১৩০৪২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com, Webpage link : www.weekly.pratibeshi.org**